বিচিত্রা

শেখ
মোছ্‌লেম
আহ্‌মাদ

বিচিত্রা

শেখ মোছলেম আহমদ

পরিবেশনায় ঃ

ফেভারিট বুক্‌স্‌
৫১, ডি, আই, টি, মার্কেট,
লক্ষীবাজার, ঢাকা—১

প্রকাশনায় :
মাহবুবা খাতুন,
"আমেনমঞ্জ"
৫, ডি. আই. টি. মার্কেট
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা—১

পরিকল্পনায় :
এস. এম. আহমদ
৭, শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেন,
লক্ষ্মীবাজার,
ঢাকা—১

বিচিত্রা

প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০

[সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত]

দাম : চার টাকা

মুদ্রণে :
শ্রীকালাচাঁদ বসাক
নারায়ণ মেশিন প্রেস
১৩৪, নবাবপুর রোড,
ঢাকা—১

প্রচ্ছদ অঙ্কনে :
কাজী আবুল কাসেম
৩৫, লেক রো, লেক সার্কাস
উত্তর/ধানমণ্ডী
ঢাকা—১

যাঁর কবিতা আর গানের সুরে একদিন
শহরের অলি, গলি আর
সুদূর পল্লীর প্রাণ
স্পন্দিত হ'য়েছিল,
সেই শ্রদ্ধেয় কবির দরাজ হস্তে —

কবির অন্যান্য বই ঃ

১। শারাবান তহুরা (২য় মুদ্রণ দ্রুত সমাপ্তির পথে)
২। কাশ্মীরের স্মৃতি-মধুর দিনগুলো (মুদ্রণ প্রতীক্ষায়)
৩। মহানবী মোহাম্মদ (মুদ্রণ প্রতীক্ষায়)

কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৫৩ সালের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত। বইটির প্রায় অর্দ্ধেক কবিতাই ১৯৫০ সালের রচনা। কতকগুলি কবিতা এখন সংশোধন ক'রতে হ'য়েছে, কারণ আইন ও বিরূপ সমালোচনার কিছু ভয় ছিল।

১৯৫২ সালে যখন 'ইনকিলাব' কবিতাটী প্রথম প্রকাশিত হয় তখন অনেকেই দুঃখ ক'রেছিলেন এই মনে ক'রে, যে শীঘ্রই আমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবো। এঁদের মধ্যে মওলানা ফজলুল করিম এম, এ, বি, এল সাহেবের নাম বেশ মনে পড়ে। এই কারণেই বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে 'পুতুল-বোমা' কবিতাটী সাপ্তাহিক 'সৈনিক' পত্রিকায় 'ইব্‌নে শায়েখ' এর ছদ্মনামে বের হ'য়েছিল। অবশ্য আসকার ইবনে শায়েখ একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

শিল্পীবন্ধু কাজী আবুল কাসেম সাহেব আমার পরিকল্পনা মোতাবেক প্রচ্ছদ-পটটী এঁকে দিয়ে আমাকে বিশেষ বাধিত ক'রেছেন। এতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে দেখানো হ'য়েছে। তার অন্যতম কারণ, বইএর নাম বিচিত্রা এবং এতে বিচিত্র ধরণের কবিতাই স্থান পেয়েছে। তাছাড়া সমাজের বিচিত্র মানুষদের নিয়েইত কবিতাগুলি লেখা।

আমি সমাজের মানুষদের অনুসরণ ক'রেছি। 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক' নীতি আমাদের মত অনুন্নত দেশে চলে না। 'আর্ট ফর হিউম্যানিটিস্ সেক্' হওয়া উচিত। ঠিক এই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়েই আমি অনেকগুলি কবিতা লিখেছিলাম। দেশবাসীর সম্মুখে আমার মতবাদকে পেশ্ ক'রতে সুযোগ পেলাম এজন্য আমি আনন্দ বোধ কর্ছি।

ঢাকা,

শেখ মোছলেম আহমদ

জুন ১০, ১৯৬৩

প্রদর্শয়িকা

কবিতার প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা	কবিতার নাম
জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ	১৩	ইনকিলাব
সীমাহীন যাত্রা পথে চির রাহাগীর	১৮	ইকবাল
পূর্ব্ব তোরণে অরুণ আলোক	২১	জিন্দা পাকিস্তান
আমি যে তাহারে চাহি	২৩	আমি যে তাহারে চাহি
দুয়ারে ঐ জ্বল্‌ছে আগুন	২৬	ঘুমন্ত মুছ্‌লিম
রাত্রির তিমিরে আমি	২৯	রাত্রির তিমির শেষে
শিরীণ তোমার অভিযোগ শুনেছি	৩১	কৈফিয়ত
ফেলে দাও শিরীণ তাজ তোমার	৩৪	অকৃত্রিম
জীবনের অনন্ত যাত্রা পথে	৩৫	মুছাফির
তোমার জীবনে গভীর কিছু নেই	৩৭	দুশ্চারিণী
প্রেম কি জীবনের মিছে পরিহাস	৩৯	অতি আধুনিকি
তোমার মনের ঐশ্বর্য্য মাঝে	৪১	ভালবাসি তোমারে
শীতের তীব্র শিহরণ গেল চ'লে	৪৩	আবে হায়াত
আমাদের বাড়ীতে সেদিন তুমি	৪৫	প্রথম প্রেম
তোমারে দেখেছিলাম একদিন	৪৭	রোমান্টিক
কে জানি ডাক্‌লো আমায়	৪৯	পাহাড়ী মেয়ে
মনের দুয়ার তোমার দাও খুলে	৫৩	মুক্ত হাওয়া
জীবনটা কি শুধুই অভিনয়	৫৫	অভিনয়
স্মৃতির দুয়ারে বসি	৫৭	বিস্মৃতি
যে দেশটার কথা তোমরা বল্‌ছো	৫৯	পুতুল বোমা
সীমাহীন কালের যাত্রী আমি	৬১	যাত্রী
অভিযোগ কিছু নেই আমার	৬৪	অভিযোগ

প্রভাতের শিশিরে যবে ভিজে থাকে	৬৫	প্রিয়ার চোখ
প্রমোদ-কাননে বাজে নৃত্যের ছন্দ	৬৭	আর্টের ক্ষুধা
হে জীবন, তুমি কি মোরে দেখাইয়া ভয়	৬৯	নির্ভীক
কবিতা আমি লিখিনি কভু	৭১	কষ্ট-কবি
ভাবিজান আমারে কহিলেন ডাকি	৭৩	কবির বিয়ে
জীবনে একদিন আমি খেয়েছিনু গাঁজা	৭৫	গাঁজা
বন্ধু মোর আছে এক পি, সি, এস্	৭৭	মাকাল ফল
মনটাকে নিয়ে ভাই বেঁধেছে ফ্যাসাদ	৭৮	মনের ফ্যাসাদ
বৈশাখের মেঘ-মুক্ত প্রভাত আকাশে	৭৯	মিলন বাসর
ইয়া নবী ছালাম আলাইকা	৮১	ক্বেয়াম ও ছালাম
সকাল বেলা সেদিন আমি	৮৩	বুলবুলি
সংসারেতে কেউ ছিল না বয়স তখন	৮৫	ফকির
রাজার মেয়ে বিকাল বেলা ফিরতেছিল	৮৮	কবির ভাগ্য
তোমরা বলো এটা ভাল আর ওটা	৯৩	পূর্ব পাকিস্তানী
অতীতের স্মৃতি টেনে এনে	৯৫	ঐতিহাসিক
মুক্তি চাই আজ আমি আর কিছু নয়	৯৮	মুক্তি
হে মানব, তুমি কোরো না পূজা	৯৯	মানব পূজা
কখনও স্বর্গ, কখনও নরক	১০৩	চির চঞ্চল
আমার মাঝে বাজাও বাঁশী	১০৪	মানস প্রিয়া
তোমার চলার পথ হোলো নাকো স্থরু	১০৫	দুর্ঘটনা
ধর্ম ধর্ম করিস্ তোরা	১০৬	সত্য ধর্ম
তোমা তরে আনিয়াছি প্রভু	১০৭	আদমের স্বর্গ-চ্যুতি
শোভা, তোমার সভায় আমি	১১৮	একটি গানের আসরে
ঈদ এলো, ঈদ এলো, আজ	১১৯	ঈদের খুশী
অগ্রপথের যাত্রীদল	১২০	কওমী সঙ্গীত
আমরা তরুণ, আমরা সবুজ	১২২	মুকুল মার্চ্চ
আনছার মোরা বীরের দল	১২৩	আনছার মার্চ্চ

ভোরের পাখী গুলবাগে আজ ১২৪ কাওয়ালী (১)
চল্ মুছাফির চল্‌রে আজি চল্ ১২৫ কাওয়ালী (২)
তিমির রাতের আঁধার টুটে ১২৬ কাওয়ালী (৩)
আমারে গান গাওয়ালে পানশালাতে ১২৭ কাওয়ালী (৪)
ঘুম ছেড়ে ফের উঠ্‌লো কিরে আজ ১২৮ কাওয়ালী (৫)
আমার নবী মোহাম্মদ ১২৯ কাওয়ালী (৬)
ভোরের আজান শোন্‌রে ওরে ১৩০ গান (১)
যাবার বেলায় প্রিয় আজি ১৩১ গান (২)
পথিক মোরা চ'ল্‌তে পথে ১৩২ গান (৩)
যেদিন আমি রইবো নাগো ১৩৩ গান (৪)
আশা নিরাশার দোদুল দোলায় ১৩৪ গান (৫)
অন্ধকারের বক্ষ টুটে ১৩৫ গান (৬)
কেমন কোরে বাঁধবি তোরা ১৩৬ গান (৭)
তুমি যে পথে গিয়াছ চোলে ১৩৭ গান (৮)
সেই কথাটী যাই গো ভুলে যাই ১৩৮ গান (৯)
হেথায় আমায় আসতে দিও ১৩৯ গান (১০)
তব আঁখি-পাতে যবে উঠেছিল ১৪০ গান (১১)
ওগো আমার স্বপন-প্রিয়া ১৪১ গান (১২)
চাঁদিনি রাতে ১৪২ গান (১৩)
প্রভাতে সেদিন তুমি ডেকেছিলে গো ১৪৩ গান (১৪)
তোমার তরে রইবো জেগে ১৪৪ গান (১৫)
নদীর বুকে চাঁদ হাসে ওই ১৪৫ গান (১৬)
স্মৃতির তীরে পাইগো শুধু ১৪৬ গান (১৭)
আশা নিয়ে জেগে থাকি ১৪৭ গান (১৮)
তোমার সেই গানখানি গো ১৪৮ গান (১৯)
আমার গান যে তোমার কণ্ঠে ১৪৯ গান (২০)
ভোলো প্রিয় ব্যথার স্মৃতি ১৫০ গান (২১)

বি
চি
ত্রা

বিচিত্রা

ইন্‌কিলাব্

জিন্দাবাদ্,
ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ্।
ধ্বংস হউক অত্যাচারীর স্বপ্ন-সাধের রাজ্‌-প্রাসাদ ;
ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ্।
(ওই) ক্রন্দন-ধ্বনি
উঠিয়াছে রণি’—
মর্ম্ম-বিদারী হা-হুতাশ ;
সদ্য-প্রসূত জীবন-তোরণে ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস।
অন্ন-ভূখা পেটের জ্বালা সহিতে পারে না আর,
মুখের গ্রাস লইয়াছে কাড়ি’ কোন্ সে জালিম তার ?
দাও ভেঙ্গে আজ আজাদ্ মানুষ জ্বালিম জনের
সেই প্রাসাদ,
ধন্য হউক শক্তি-তোমার লওহে আশীর্ব্বাদ।

জিন্দাবাদ,
ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ্।
দুর্দ্দম যত যোদ্ধা বীর—
নূতন আশা জিন্দেগীর,
উন্মাদনায় ওঠ্‌রে মাতি' আজকে নূতন সৃষ্টির,
নিত্য নব কৃষ্টির।
ধর্ম্ম আজি সত্য হউক, আসুক্ ফিরে বিশ্বাস,
প্রগতি আবার আনুক ফিরায়ে স্বস্তির নব নিশ্বাস।
সর্ব্বহারা চলিছে কাঁদিয়া ভিজায়ে ধরণী-তল্,
নির্ব্বাণ কর ফুৎকার দিয়া দানবের ক্রোধানল্।
ঝঞ্ঝার মত, উল্কার মত আয়রে ছুটিয়া আয়,
শান্তির বাণী, সাম্যের বাণী বিশ্ব যেনরে গায়।
অনিয়ম আর উচ্ছৃঙ্খল যত পাপ ধরণীর,
নির্ম্মূল কর নির্ম্মমভাবে ফেলিও না আঁখি-নীর।
মহাকাল আজ উঠুক গরজি'—সাবধান ওরে সাবধান,
বজ্র-নিনাদে দাও ঘুচাইয়া দুনিয়ার যত ব্যবধান।
যোদ্ধা যত যুদ্ধ কর, কোরো না বাদানুবাদ,
হত্যা কর কঠোর হাতে, হ'য়ো নাকো উন্মাদ।

জিন্দাবাদ,
ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ্।
ভয়ঙ্কর আজ প্রলয় কর পরি' আগুনের বর্ম্ম,
মহাবিচারক করগো বিচার বাঁচায়ে রাখিতে ধর্ম্ম।

ধর্ম্মের নামে এসেছে গ্লানি, সেবার নামে শোষণ,
শয়তান তরে আসুক নামিয়া ধ্বংসের সাইক্লোন্।
দুর্জ্জয় তুমি দুর্দ্দম বেগে শয়তান মার এসে,
আসিয়াছে কত শয়তান আজি ভণ্ড মানুষ বেশে।
অন্তর্যামী হাসিছে দেখিয়া জালিমের রণ-সাধ্,
প্রলয় আসিয়া করিবে তাহার সব আশা বরবাদ্।

জিন্দাবাদ,
ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ্।
বীর খালিদ আর হজরত আলী—সেনানী ইছলামের,
দাও ভেঙে আজ, দাও ভেঙে সব কীর্ত্তি উন্মাদের।
কামাল আসুক ফিরিয়া আবার এই ধরণীর পরে,
ভণ্ড যত শয়তান-বেশী মানুষদিগের তরে।
এজিদ লাগিয়া উঠুক জ্বলিয়া তীব্র বহ্নি-শিখা।
ইতিহাসে থাক হারুণের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখা।
নেপোলিয়ন করুক আবার বিজয় সারা বিশ্ব,
মহামানুষ ঘুচাক বিভেদ নিজেরে করিয়া নিঃস্ব।
দুনিয়ার বুকে জাগুক্ প্রেম, বহুক্ প্রেমের বন্যা,
ধ্বংস-শেষে সৃজন করুক্ সাধের মানস-কন্যা।
অতীত আর ভবিষ্যত বর্ত্তমানে হোক্ লীন,
সাম্যের চোখে ধরণীর ধূলা নাহি হবে কভু হীন।
বিপ্লবী খুন্ উঠুক্ নাচিয়া মুক্তিকামী বক্ষে,
শয়তানে দেখি' রক্ত ছুটুক্ সবার দুটি চক্ষে।

মহাযাদুকর দেখিয়া কেহ পেতো না যাদুর ফাঁদ্,
চৈত্র-শেষের বর্ষা আসিয়া মাটিতে করুক আবাদ।

জিন্দাবাদ,
ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ্।
মক্কার বুকে রহিয়াছে কাবা—খোদার মহাসম্পদ,
মদিনার মাঝে আছেন ঘুমায়ে নবী মোহাম্মদ।
জেরুসালেমে গেঁথেছে কবর কত যে পূণ্যবান,
মাটির সাথে রহিয়াছে মিশে কত সে ভাগ্যবান।
খোদার নূরের আলোকে হউক আঁধারের গতিরোধ,
আলীর হাতের তরবারী নিক্ জুলুমের প্রতিশোধ।

ইউছুফের মহাসৌন্দর্য্য তুমি, জোলেখার বুকে প্রেম,
লায়লার তরে মজনু যে তুমি, সিরাজ-মহিষী-হেরেম।
শিক্ষা তুমি, দীক্ষা তুমি, যুগের ধর্ম্ম-গুরু,
তোমারে ঘিরিয়া নূতন করিয়া জিন্দেগী হোক্ সুরু।
মহাকালের বারতা যে তুমি, কবির কল্প-তরু,
তোমার গানে হউক সজীব শুষ্ক হৃদয়-মরু।
মহাভীতি নহ, প্রীতি যে তুমি, ত্রাতা ধরিত্রীর,
শ্রাবণ-ধারায় আসুক নামিয়া প্লাবন বারিধির।
আপন মাঝে হেরিয়া আপনি বিস্ময়ে ভরপুর,
বিধাতার হাতে মহাবীণা তুমি, তোমাতেই বাজে সুর।
সৃষ্টি-বুকের ভালবাসা তুমি,—তুমি যে সদানন্দ,
আপনার সুরে যাওগো গাহিয়া বাঁধন-হারা ছন্দ।

নরের তরে নারীর বুকে জাগুক্ মহা-স্বপ্ন,
জিন্দা হউক মৌন আজি—মহা-ধ্যান-মগ্ন।
মানুষ হউক মানবী সীতার পরম ধর্ম্ম-পতি,
বিশ্বের বুকে চলুক্ আবার সৃষ্টির মহাগতি।
জীবন তুমি, যৌবন তুমি, তুমি মহাশক্তি,
বিপ্লব তুমি, দুর্লভ তুমি, দেবতার চিরভক্তি।
বিজ্ঞান তুমি, গবেষণা তুমি, তুমি যে এ্যাটম্ বম্,
মহাকালের বিপ্লব তুমি, স্বার্থপরতার যম।
দাও ভেঙে আজ সানন্দে সব "নূহ-প্লাবন" বাঁধ,
দুনিয়ার বুকে নূতন করিয়া হোক্ শান্তির আবাদ্।

জিন্দাবাদ্,
ইন্‌কিলাব্ জিন্দাবাদ্।
ক্লান্তি তোমার যাও ভুলে আজ আজাদ কর্ম্মবীর,
মঙ্গল-আশীষ মাথায় তোমার বিশ্ব-বিধাত্রীর।
বিজয়োল্লাস্ শোন সবে ওই, এসছে ছুটিয়া আজ,
বিপ্লবী ঝড় উঠিছে মাতিয়া, কর কর রণ সাজ।
বাজিছে দামামা বিশ্ব ব্যাপিয়া,
দূর-দিগন্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
(ওই) স্বর্গ্য মর্ত্ত্য নাচিয়া নাচিয়া,
ঘোষিছে বিজয় হাঁকিয়া হাঁকিয়া—
জিন্দাবাদ,
ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।

ইক্‌বাল

সীমাহীন যাত্রাপথে চির রাহাগীর,
শুনাইয়া দীপ্ত বাণী প্রাণ-আজাদীর,
হেথা কেন রচিয়াছ নীড় !
চেয়ে ছাখো করিয়াছে ভীড়
লক্ষকোটী নর নারী তোমার সমাধি-তীরে ।
মাটির আবরণ ভেদি' অতৃপ্ত আত্মা তব
আসিবে নাকি ফিরে !

আজাদী পেয়েছে যারা, পায়নি আজাদ প্রাণ,
তারা আজি তুলিয়াছে খুশীর তুফান ।
ব্যথাতুর মানবের বক্ষোপরি তাই
উঠিয়াছে নৃত্যের ছন্দ ;
তোমার স্মৃতিরে ঘিরে আজ তারা করে আনন্দ ।

বিদেশীয় সভ্যতার তীব্র নিন্দা করি' হে কবি,
দিয়েছিলে যে বাণী,
তারি বুকে বাণ্ হানি'
তোমার আদর্শরে তারা ক'রেছে অপমান ;
ইছলামের নাম আছে মুখে মুখে সব
নাই শুধু প্রাণ ।

তুমি না বলিয়াছিলে কবি ইক্‌বাল ঃ
মনে রবে চিরকাল—
ফিরিঙ্গীর ছাপমারা সভ্যতার ধারা,
ভাঙ্গিবে না মানুষের বেদনার কারা।
পেটের মাঝারে যারা করিছে সন্ধান
মুক্তি প্রাণের,
নাচ-ঘরে যারা খোঁজে শান্তি মনের ;
আল্লাহ্‌কে হারাইয়া যারা খুঁজিছে আল্লায়
মরিচীকা মাঝে,
যাহারা মরিছে আজ্‌ মানবতার হত্যা সম
নিদারুণ লাজে ;
তাহাদের পথ নহে মুছ্‌লিমের তরে,
নারীর পবিত্রতা রাখো মুমিনের ঘরে।
তবু কেন কবি,
ভুলে যাই সবি ;
ভুলিতে পারি না শুধু ফিরিঙ্গীর মোহ,
র'চে যাই তিলে তিলে মরণের ফাঁদ,
আকাশের বুকে তাই যায় ডুবে একফালি চাঁদ।

মহামানুষ ইক্‌বাল—নহ শুধু মহাকবি,
অন্তরে তোমার ছিল এক ধ্যানের ছবি—
অনাদি অনন্ত সেই মহান সত্তার,
শপথ আত্মার।

মুক্তির মন্ত্রে তোমার যারা আজি লভিয়াছে প্রাণ,
তারাই করুক ত্রাণ
বিভ্রান্ত নর-নারী, আর্ত্ত মানবে ;
শ্বাসরুদ্ধ করি' আজি শেষ ক'রে দিক সেই
পুরাতন রক্ত-শোষক হিংস্র দানবে।

জিন্দা পাকিস্তান

পূর্ব্ব তোরণে অরুণ আলোক, জেহাদের আহ্বান,
ঊষার দুয়ারে উঠিছে ধ্বনিয়া—জিন্দা পাকিস্তান।
বিশ্বের বুকে জাগে বিস্ময়,
শান্তিরে আজ দানিছে অভয় ;
দ্বীন ইছলাম জিন্দা রহিবে, ভয় কি মুছলমান !
ধরণী কাঁপায়ে হুঙ্কারো সবে—জিন্দা পাকিস্তান।

জেহাদের তরে অসি ধর হাতে শয়তান যদি আসে,
পশ্চিমে-পূবে মিলে যাও সবে মানবতা-মহাকাশে।
উচ্চ-নীচের দ্বন্দ্ব ঘুচায়ে,
নয়া-মিলনের কণ্ঠ মিলায়ে,
আরব-মিশর-তুর্কী-ঈরাণ এক সুরে দে আজান,
বন্দিনী যত গাহিয়া উঠুক—জিন্দা পাকিস্তান।

দুনিয়া-বক্ষে বহিছে ঝঞ্ঝা, অস্ত্রে দিতেছে শান্,
দুর্ব্বল তাই ক্রন্দনরত মুক্তির লাগি প্রাণ।
অত্যাচারীর দ্বন্দ কামনা,
দিগ্বিজয়ের তীব্র বাসনা,
দাও মিটাইয়া শক্তি-পুরুষ আজাদ মুছলমান ;
শান্তি-তোরণে নহবৎ বাজে—জিন্দা পাকিস্তান।

অতীত যুগের সঞ্চিত ব্যথা লাঞ্ছনা-অপমান,
মুছিয়া যাউক কলুষ-কালিমা, জাগিছে নূতন প্রাণ।
সিন্ধি-বাঙালী-পাঞ্জাবী আজি,
পাঠান যোদ্ধা অভিমান ত্যাজি,
যুদ্ধ কর সব গড়িতে ধরায় নূতন গুলিস্তান ;
সবুজ নিশান উড়ায়ে গাহো—জিন্দা পাকিস্তান।

সংগ্রাম-জয়ী মুছলিম জাতি, যাদের কাবার ঘর,
ভুবন মাতায়ে গাহিল যাহারা—“আল্লাহু-আকবর”।
বন্দী বীরের শিকল টুটিয়া,
মুক্তি যাহারা আনিল লুটিয়া,
তাদেরে দাওহে শক্তি সাহস, আল্লাহ্ মেহেরবান,
বিশ্ব-ভুবন গাহিয়া উঠুক—জিন্দা পাকিস্তান।

আমি যে তাহারে চাহি

আমি যে তাহারে চাহি—
ধরণীর পরে দেয় যে ভাঙিয়া শয়তানী বাদ্‌শাহী।
খোদার সৃষ্টি বিশাল বিশ্বে কত নর-শয়তান,
কত যে ছন্দে, কত আনন্দে চালায়েছে অভিযান।
কেহ মন্দিরে, কেহ মস্‌জিদে কেহ বা আস্তানায়,
কত শত আরো রহিয়াছে ওই সরকারী বালাখানায়।
সত্যের গলা চাপিয়া যাহারা মারিতে চাহিছে তারে,
ছুটিবে সে জন বিদ্যুত-গতি তাহাদেরে বধিবারে।
পাড়ি দিয়া ফেরে সে জন আজি নীল দরিয়ার বুকে,
আপন হাসিতে, আপন খুশীতে বলি দিয়া সব সুখে।

অনন্ত মহাকাশে,
অত্যাচারীর অবিচারে কত করুণ দীর্ঘশ্বাসে
উঠিয়াছে ধ্বনি—“বাঁচাও, বাঁচাও, যায় ডুবে যায় তরী।”
শয়তান তার ধ্বংস-লীলার তাণ্ডব রূপ ধরি’—
করিছে বিলীন পল্লী, নগরী কালের সিন্ধু-তলে।
কত নর-নারী কেঁদে কেঁদে মরে, আর দাউ দাউ জ্বলে,
চোখের আড়ালে সবুজ প্রাণের রক্ত-বহ্নি শিখা!
জিজ্ঞাসে তারা—“এসব কি শুধু অদৃষ্টেরই লিখা!”

নাহি উত্তর।   ব্যথাতুর ধরা কাঁদে আজি শঙ্কায়,
শয়তান হাসে প্রলয়ের হাসি মহা-রণ-ডঙ্কায়।
ভয়াতুর যবে খোদার ওপরে হারায়েছে বিশ্বাস,
সে জন তাহারে দিয়ে যায় ফিরে নব-জয়-আশ্বাস।

আমি তারি গান গাহি।,
বিপুল সাহসে ছোটে যে জন ভয় তার কিছু নাহি।
চলিয়াছে ছুটি অবিরাম গতি জীবন-নদী-স্রোতে
আনিবারে সাথে সুধারস লুটে কালের সাগর হ'তে।
আঁধারে মগন গগণ ভেদিয়া গেয়ে যায় দিকে দিকে
জয়ের বারতা।   সবুজ পাতায় যেন রেখে যায় লিখে
অনাদি কালের মুক্তি-পথের নূতন আশার বাণী;
আঁধার হৃদয় করে আলোকিত উষারে ডাকিয়া আনি।
বিদ্রোহ করে দেখি' দিনরাত কত কুসংস্কার,
অত্যাচারীর কুটীর জ্বালায়ে করে তারে ছারখার।
ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম আনি' যাহারা আপন দেশে
করিতেছে কত স্বার্থ-সিদ্ধি কত যে ছদ্ম-বেশে।
ইতিহাস লেখে মিথ্যা করিয়া তাদের গরিমা খ্যাতি,
মুছে যায় অপকীর্ত্তি তাদের, বেঁচে থাকে সব জ্ঞাতি।
তাহাদের তরে বিদ্রোহ আনি' সে জন চলিবে ছুটে,
"নাহি পরাজয়, হবে হবে জয়"—সত্য হাঁকিয়া উঠে।

জীবনের জয়গান।
আকাশে বাতাসে উঠিছে ধ্বনিয়া সত্যের ফরমান।
পথের দু'পাশে বঁধুরা দাঁড়ায়ে করে যবে কানাকানি,
বনের প্রান্তে আকাশ-নীলিমা দিয়ে যায় হাতছানি।
বিজয়ীর বেশে ছুটিবে সে জন অবিরাম দিনরাত,
ক্রন্দনরত নর-নারী যত আজি তুলি' দুই হাত
খোদার সকাশে কহিছে মাগিয়া—"সে জন বাঁচিয়া থাক্,
শয়তান যত, দানব-শোষক ধ্বংস হইয়া যাক্!"

ঘুমন্ত মুছ্‌লিম

দুয়ারে ঐ জ্বল্‌ছে আগুন,
প্রলয় হাওয়া বইছে ফাগুন ;
স্বপন-সুখের
মরণ-ঘুমের
তন্দ্রা কি তোর টুট্‌বে না ?
ঘুম কিরে তোর ভাঙবে না !

ওই যে আলী, খালেদ বীর,
হজরত বুকে তপ্ত রুধির ;
ডাক্‌ছে তোরে
উচ্চৈঃস্বরে
কর্ণ কি তোর শুন্‌বে না ?
ঘুম কিরে তোর ভাঙবে না !

আকাশ থেকে নামছে বাজ,
স্মৃতিরে তোর মুছবে আজ ;
শেরেক পাপে
ম'রবি তাপে ;
তওহীদ বাণী কি প'ড়বি না ?
ঘুম কিরে তোর ভাঙ্‌বে না !

কাবার ঘরে মূর্ত্তি তো নাই,
মনেই যে তোর তাঁদের ঠাঁই ;
কোরাণ-বাণী
আবার শুনি
সে সব কি তুই ভাঙ্‌বি না ?
ঘুম কিরে তোর ভাঙ্‌বে না !

কা'ল যে গা'বি কুৎসা খোদার,
ঘোর অভিশাপ দরিদ্রতার ;
কাঁদে যে তোর
মা ও বোন
তা কিরে তুই শুন্‌বি না ?
ঘুম কিরে তোর ভাঙ্‌বে না !

ভোগের মায়ায় মজ্‌লি ওরে,
বহ্নি-শিখা গিলবে তোরে ;
দোজখ্‌ সে তো
মিথ্যা নয়
অনুতাপ কি ক'র্‌বি না ?
ঘুম কিরে তোর ভাঙবে না !

ওই যে বেলাল আজান গায়,
কাবার পানে শত্রু ধায় ;
জিম্মা খোদার
হস্তে তোর
রণ-ভেরী কি বাজ্‌বে না ?
ঘুম কিরে তোর ভাঙবে না !

শক্তি কি নাই বুকে তোর,
ফ্যাল্‌রে ছিঁড়ে প্রণয়-ডোর ;
বিশ্ব জয়ের
হস্ত তোর
অবসাদ কি ঘুচ্‌বে না ?
ঘুম কিরে তোর ভাঙবে না !

নাই যদি তুই জাগিস্ ওরে,
ফাঁকিই দিতে আপনারে ;
পাতাল পুরীর
অতল তলে
যাবে ডুবে, কাঁদ্‌বি না ;
ঘুম যদি তোর ভাঙবে না !

মুক্তি-বাণী কে ওই শোনায়,
ছুটে তোরা আয়রে আয় ;
কাঁপিয়ে দেরে
ধরণী তল
আরব, তুর্কী, পাকিস্তান,
নতুন সুরে গাইবে গান ।

রাত্রির তিমির শেষে

রাত্রির তিমিরে আমি—
কাঁদি নাই একা,
কেঁদেছিলো আরও কত সবুজ পরাণ।
দাসত্বের বন্ধনের নিত্য নিষ্পেষণে
শৃঙ্খলিত যাতনার মর্ম্ম বেদনায়
বন্দী-গৃহে চাবুকের তীব্র কশাঘাত
কাঁদাইতো লক্ষ কোটী—
মুক্তিকামী প্রাণ ;
প্রদীপ্ত আলোকের ক্ষীণ অবসান।

রাত্রির তিমির শেষে ঃ
আজাদী রঙীন ঊষা সুরু হ'লো আজ
প্রাণের গভীরে জাগে নব অনুরাগ
নব নব চেতনার প্রাণ-সঞ্চরণ,
নিত্য নব আশার সঞ্চার।
প্রভাতের সূর্য্য আজি উদিল আকাশে,
আজাদীর বাণী তাই শুনি' দিকে দিকে
উদ্বেলিত হ'লো যত প্রাণ-চঞ্চল
মুক্তির পুলকে।

নতুনের যাত্রা-পথ আজ হ'তে সুরু,
নাহি আর ক্রন্দনের ব্যর্থ অবকাশ।
ওই শোন ধ্বনিয়াছে আজাদীর ডাক্
আকাশে বাতাসে।

আজি এ প্রভাতে ঃ
বনের বিহঙ্গ দেখ চলিছে উড়িয়া
লভিয়া মুক্তির স্বাদ পরমানন্দে।
মাঠে মাঠে চরিতেছে সুখে গরু-ছাগ্,
পাখীরা গাহিছে শাখে কিচিমিচি রব;
ঘুমায়ে র'য়েছে এক স্থবির মানব!
অন্তিমের আশা তার হইয়াছে শেষ
যার কাছে নাই আর কোন ব্যবধান
জীবন-মৃত্যুর।
মুক্তি আর বন্ধন তার কাছে সম,
আড়ষ্ট চেতনা যার।
রাত্রি ও দিবার ভেদ নাহি তার কাছে
যেজন শায়িত সদা অন্ধ-কারাগারে।
অবরুদ্ধ মানুষের মন নাহি চাহে মুক্তির স্বাদ,
প্রতীক্ষা করিছে শুধু মরণের তরে;
মুক্তি তাহার লাগি—জীবনাবসান।

রাত্রির তিমির শেষে ঃ
প্রভাত আলোকে,
আজাদীর নব আস্বাদন্
তাহারি লাগিয়া শুধু যার আছে প্রাণ।

কৈফিয়ত

শিরীণ তোমার অভিযোগ শুনেছি ;
কিন্তু এসব অকারণ।
একটুতেই ভেঙে পড়ো তোমরা,
বিয়ে ছাড়া জীবনে যেন
আর কিছু কামনা তোমাদের নেই।
মেনেই নিয়েছ—
আমি ভালবাসিনি তোমাকে ;
শুধু চেয়েছিলাম সঙ্গ
নিজের মনকে রাখতে বেঁধে।
একেবারে মিছে কথা নয়,
আবার সবটুকুও সত্যি নয়।
ভালবেসেছিলাম তোমাকে
আর এখনও বাসি ;
কিন্তু বিয়েতে আমার বিশ্বাস নেই ;
ভালবাসা মানে বিয়ে করা,
আর বিয়ে করা মানে ভালবাসা,
এ কথা মেনে নিতে কেন যেন বাধে
আমার সংস্কারে।

জীবনে আদর্শ আছে তোমার,
আমারও আছে।
তোমার আদর্শের সাথে যদি
মিল না হয় আমার,
আর আমার আদর্শের সাথে
যদি খাপ না খায় তোমার,
তবে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব আমরা
বিয়ের পরে!
ভালবেসেছিলাম তোমাকে সত্যি;
কিন্তু এর কৈফিয়ত তো নেই কিছু।
কৈফিয়ত যদি চাও,
তবে নিজেই দাও আগে।
মনকে তোমার জিজ্ঞাসা কোরো
কোথায় প্রভেদ—
ভালবাসার না আদর্শের!
আদর্শ তোমার বড়,
না আমার বড়—
তর্কের বিষয় ত সেটা নয়।
তোমার আদর্শ হার মানুক আমার কাছে
তা তো চাইনি আমি।
আবার নিজের আদর্শ গিয়ে ভুলে
তোমাকে নেবো মাথায় তুলে
তাও ত পারবো না আমি।
আদর্শকে বাদ দিয়ে
মানুষের জীবন যে শুধুই বিড়ম্বনা!
তুমি মানুষ, আর আমিও তাই।

সম্মান করি তোমাকে,
সেই সাথে আমার নিজেকেও।
আদর্শ দু'টোই বড় ;
যদিও বিভিন্ন মুখী সত্যি
তবে ছোট নয় কোনটী।
তোমার ও আমার
মিলনের অন্তরায় শুধু এইটুকু।
ভালবাসার কি দোষ,
ভালবাসা তো অনেক বড়,
আমাদের আদর্শের চেয়েও বড়।
আদর্শকে ভোলা যায় না ;
আদর্শই ত সত্যিকার জীবন।
ভালবাসাকে দূরে রেখে জীবন বাঁচে ;
কিন্তু জীবনকে বাদ দিয়ে ভালবাসা ব্যর্থ।
দু'য়ের মাঝে দ্বন্দ্ব অনেক
তাই দূরে থাকাই ভাল।
যদি ভালবাসতে চাও বাকী জীবনে,
ভালবেসো বিয়ের পরে
যেথায় আদর্শের পাবে মিল।

অকৃত্রিম

ফেলে দাও শিরীণতাজ তোমার খোঁপার ফুল !
চেয়ে ছাখো সাগরের পানে
কি বিশাল বুক তার—
নাই রূপ, নাই রঙ্, নাই কোন গন্ধ ;
বিশাল তরঙ্গ রাশি রহিয়াছে শুধু।
অনন্তের সীমাহীন রূপ চেয়ে ছাখো নির্নিমেষ ;
চোখের তারাকে কর দিগন্ত প্রসারী।
তোমার খোঁপার ফুলের প্রলুব্ধ জীবনে
আনন্দ আছে ক্ষণিকের ;
কিন্তু অবসাদ আরো বেশী।
ফেলে দাও শিরীণতাজ
তোমার সোণার নেক্‌লেস্‌,
হাতের ঘড়িটাও দাও ফেলে,
সংস্কারের বাঁধন থেকে তোমারে কর মুক্ত।
চ'লে এসো সাগরের তীরে,
মনে তোমার লাগুক দোল,
বুকেতে উঠুক ঢেউ ;
নিজের অস্তিত্ব যাও ভুলে।
মিশে যাও অনন্ত সৃষ্টির সীমারেখায়,
যেখানে "তুমি" ও "আমি"র নাই কোন দ্বন্দ্ব।

মুছাফির

জীবনের অনন্ত যাত্রাপথে
কত লোক যায় আর আসে ;
কেইবা কার খোঁজ রাখে !
শহরের শক্ত রাজপথে
যাত্রীর অসংখ্য ভিড়ে
কারও পদ-রেখা যায় না তো চেনা।
গ্রামের মাটির পথ
যখন ভিজে ওঠে শ্রাবণ-ধারায়
তখন দাগ কাটে তার বুকে
দূর দেশের অচেনা মুছাফির।
বিস্ময়ে চেয়ে থাকে তারই পানে
পথের চোখ।
বুকখানা তার কাঁদে বুঝি
কোন্ এক অজানা ব্যথায়।
পথের সেই অব্যক্ত বেদনা,
তার অস্ফুট ক্রন্দন
শোনে না ত কেউ ;
মুছাফির দাঁড়ায় তবু ক্ষণিকের তরে।

কিছু ভাবে ;
কিন্তু আবার চলে।
পথ ভাবে তার ক্রন্দন বুঝি
শুনে গেল এক মুছাফির ;
জীবন বুঝি হ'লো তার ধন্য।
মুছাফির হয়ত বা আসবে ফিরে
আবার কোনো একদিন সেই পথে।
আর …
মুছাফির চলে,
তার অনন্ত যাত্রার পথে,
পথের ক্রন্দনে তার কি যায় আসে।
সম্মুখে মঞ্জিল তার দূর—বহুদূর
দিনের আলো হবে শেষ,
রাতের আঁধারে হয়ত হারাবে পথ,
তাই সে চলে জোরে, আরও জোরে
তার মঞ্জিল পানে।

দুশ্চারিণী

তোমার জীবনে গভীর কিছু নেই,
তুমি তরল।
আমার পরীক্ষায় হেরে গেছ তুমি ;
তবু পেয়েছ অনেক।
যদি মনে থাকে
শিখবে হয়ত কিছু ;
জীবনের মোড় তোমার ফিরবে একদিন।
ভেবেছিলে, তোমার একটুখানি হাসিতে
মুখের দু'টী মিষ্টি কথায়
আর চোখের তারা দু'টী দেখে
ভুলে যাব আমি।
কিন্তু তুমি বোঝ নাই—
আমার দৃষ্টি ছিল তোমার মনের গভীরে।
সেখানে তোমার সব কিছু
শুধু শূন্যতায় ভরা ;
ব্যর্থ জীবন তোমার।
তুমি খেলাতে পার
তোমার মত আরও কত মনকে।

তোমার মত আরও মানুষ আছে
এই বিচিত্র দুনিয়ায়।
তাদেরে নিয়ে তুমি থাক্‌বে
হয়ত একের পর এক,
নয়ত একসাথে অনেক।
আঘাত পাবে তুমি আরও
কিন্তু ব্যর্থ যাবে না সে সব আঘাত।
আঘাতের পর আঘাতে
অনাদরে, অপমানে
হবে তোমার আত্মশুদ্ধি।
চেতনা তোমার ফিরবে একদিন,
যেদিন দেখবে —
আমারি আঘাত ছিল সবচেয়ে বড়
তোমার জীবনে ;
কিন্তু সেদিন তুমি খুঁজে পাবে না ত আমারে।
আজ হ'তে আমি দূরে—বহুদূরে ;
তোমার ধারণারও বাহিরে।

16592

অতি আধুনিকি

প্রেম কি জীবনের মিছে পরিহাস!
বাস্তবের সাথে এর নেই কি
কিছু মিল ?
সুন্দরের প্রতি সুন্দরের আকর্ষণ
নয় কি চিরন্তন,
একি শুধু জীবনের মিছে গোঁজামিল!
তাই যদি হয়
তবে চল যাই সিনেমায়,
না হয় কুম্মিটোলায় লেকের ধারে
কোন এক পিক্‌নিক্ পার্টিতে।
চল আরও রমনা মাঠের ক্লাবে,
সাথে নিয়ে
এক বোতল বিয়ার কিংবা হুইস্কি।
ট্যাক্সিতে চ'ড়ে বসো পাশাপাশি
উড়ে চল শহরের হোটেলে।
পয়সার কথা কিছু ভেবো না
পয়সা আছে আমার পকেটে।

ভেবেছিলাম কিনে দেব তোমারে
লাল টুকটুকে শাড়ী
আর একটা হীরের আংটী।
তা আর নাইবা হ'লো ;
মনের মিল হবে আমাদের
হোটেলের নির্জ্জন কামরায়।
রবে মনে একটী রা'ত ঃ
তোমার দেহের শিরায় শিরায়
রক্তের প্রতি কণিকায়
প্রেমের পরাজয়।
তারপর ঃ
তুমি হও ইঞ্জিনিয়ার,
আর আমি ডাক্তার।
লড়াইয়ের ময়দানে হয় যদি দেখা কোনদিন
চিনো না আমারে তুমি
আমিও চিন্‌বো না তোমায়।
যদি আহত হ'য়ে থাক,
ডাক্তার ডেকে নিও
হোটেলের নির্জ্জন কামরায়।

ভালবাসি তোমারে

তোমার মনের ঐশ্বর্য্য-মাঝে
পড়িয়াছি ধরা,
তাই আমি বাসিয়াছি ভাল।
অন্ধকার জীবনে প্রতি পলে পলে
করি অনুভব—
মনেতে আমার তুমি জ্বেলেছ আলো।
ভেবেছিনু বার বার,
বহু দিন-যামি,
মনের কথাটী জানাবো তোমায়।
তবু পারিনি কভু
জানাবারে তাহা,
ভরিয়া উঠেছে মন অজানা বেদনায়।
ভাবিয়াছি বার বার—
নাহি যদি মানো তুমি কথাটী আমার,
সান্ত্বনার রবে কি কিছু বাকী।
তাই আজও আমি
জীবনেরে শুধু দিয়ে যাই ফাঁকি।

প্রথম দরশনে ভালবাসি নাই ;
ভেবেছিনু ঃ
তুমিও বুঝি সবাকার মত।
ভেঙেছ সে ভুল তুমি,
পরাজয়ে ভেঙেছে এ বুক্ ;
কামনা কাঁদিয়া মরে তাই
পলাতক বলাকা যেন বেদনায় হত।
যদি পার নিও ডেকে,
যেথায় যেদিন হোক্
তোমার মনের ঐশ্বর্য্য-মাঝে।
আমারে করিও ক্ষমা
আমারই সে বেদনার অন্তিম-সাঁঝে।
জানাতে পারিনি আমি
প্রিয়তম ওগো,
মনের গভীরে আছে যে কথাটী মম।
ভুলিব না কোনদিন ;
অক্ষয় হ'য়ে থাক আমার জীবনে
তোমার এ প্রেম
প্রদীপ্ত সবিতা-সম।

আবে-হায়াত

শীতের তীব্র শিহরণ গেল চ'লে
আর বসন্ত এলো ফিরে।
নতুন জীবন পেলো আবার
শুক্‌নো তরুটী যেন
আবে-হায়াতের ঝরণার তীরে।
ভাঙা-গড়া আর জীবন-মরণ
আলো-ছায়া সম যেন
সাথে সাথে চলে।
কভু আশায়, কভু নিরাশায়
বেজে ওঠে সুর
কবির বুকের তলে।
কেউ আসে, কেউ যায় আর
কেউ চায় ফিরে
আবে-হায়াতের তীরে সজীব তরুর পানে।
তরু-তলে বসি' শোনে বুঝি কেউ
জীবনের সুর
ঝরণার কল কল তানে।

আজি এই শীতের শেষে
আবে-হায়াতের ঝরণার তীরে
উঠিল বাজিয়া যে সুর,
লাগিল তাহার ঢেউ এদিক সেদিক
আকাশে, বাতাসে আর
মানুষের প্রাণে।
গ্রীষ্মের শেষে বরষায়
মাটির প্রাণ ওঠে বেঁচে
একটী তরুর মত
আবে-হায়াতের তীরে জীবনের গানে।
দুনিয়ায় এই জীবন-মাঝারে
নিদ্রা-চেতনা, সুখ-দুঃখ আছে সব ;
নাই কিছু চির-নিরাশার।
শীতের শেষে বসন্ত আজ্
শুনায় বাণী এক নতুন আশার।

প্রথম প্রেম

আমাদের বাড়ীতে সেদিন তুমি
এসেছিলে প্রথম
আমারই ছোট বোন আমিনার সাথে,
আমার পড়ার ঘরে তোমরা ছিলে
টেবিলের পাশে।
দেখেছিলাম তোমারে সেদিন
সেই প্রথম—
কলেজের বইখাতা রেখে দিতে ঘরে
টেবিলের পরে।
আমিনাকে বলিলাম চা আনিতে
রহিলাম ঘরে শুধু তুমি আমি দু'জনে।
মুখখানা কিজানি তোমার উঠেছিল রেঙে ;
লেগেছিল সেদিন আমার সেইটুকু ভাল।
তারপর যা হয়েছিল,
সবই তুমি জান।
এরই মাঝে চা নিয়ে ছোট বোন এলো,
আলাপন আলোচনা হ'লো তিন জনে
পড়িবার ঘরে।

যাবার সময় তোমার চোখ্ দু'টী যেন
দেখিলাম একটু বেশ ছল-ছল ;
আমার বেশ লেগেছিল ভাল।
মাঝে মাঝে আসা যাওয়া হ'তো বহুদিন,
লেখালিখি গোপনে কত হ'য়েছিল।
সিনেমায় যেতাম কত তুমি আর আমি
রহিত আমিনা সাথে কখনো-সখনো।
ছোট বোন বুঝিত সব
বলিত না কিছু ;
তোমার ও আমার তাই সুবিধেই ছিল।
ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল হ'লে তুমি
আমিনা সেবারে কিন্তু ফার্স্ট হ'য়ে গেল।
তারপর দু'বছর ....
বিয়ে তোমার হ'লো
আমারই বন্ধু সে নাছিমের সাথে।
ভাবিতাম আমি শুধু ছাইপাশ কত ঃ
হয়ত আসিবে তুমি কোনো একদিন
কোলে নিয়ে কিছু এক
পুতুলের মত।
ভাবিতাম মনে মনে নাছিমের কথা,
দূরে তাই স'রে গেলাম
বিদেশের পানে।

রোমান্টিক

তোমারে দেখেছিলাম একদিন
রেডিওর গেটে।
আর একদিন ব্রিটানিয়া সিনেমায়
এক বন্ধুর সাথে।
মনে হ'লো কি ভীষণ চোখ দু'টী তোমার ;
যেন কুমীরের মত গিলে খাবে কিছু।
তোমারে দেখে সেদিন ভয় পাইনি,
ভয় পেয়েছিলাম তোমার চোখ দু'টিকে।
তবুও তোমার চোখে কিসের যেন
ছিল আকর্ষণ ঃ
হ'য়েছিল মনে বার বার মরণেও সুখ আছে
তোমার ওই চোখ্ দু'টীর মাঝে ;
পতঙ্গ যেমন মরে পুড়ে
বিজলী বাতির বাল্‌বের নীচে
কাগজের শেডের পরে।
ফিরিতাম খুঁজে তাই
প্রতিদিন বিকেলে
রেডিওর গেট আর সিনেমার সোফা।

যায়নি বৃথা মোর খোঁজাখুঁজি সব
পেয়েছিলাম তোমারে সেদিন
ব্রিটানিয়া সিনেমায়
আমার সিটের পাশে।
বেতের সোফায় ছিল ছারপোকা দল,
ছবিখানাও সেদিন ছিল বেশ রোমান্টিক ;
হাতখানা তাই যেন অতি আচম্‌কা
লেগেছিল কোথাও তোমার গায়
ঠিক বুঝি নাই।
ভেবেছিলাম রেগে গেছ খুব ;
কিন্তু দেখিনি কিছু অন্ধকার ঘরে।
তারপর একটুখানি পরে
তোমারও হাত একটী
রেখেছিলে আমার হাতের পাশে।
লেগেছিল সেদিন আমার বড় চমৎকার
রোমান্টিক ছবি আর রোমান্টিক্ তুমি।
সেদিনের স্মৃতি আজও ভুলিনি
যদিও বেশ পুরাতন—
ছ'মাস কি ন'মাস হবে।
কিন্তু আজ!
তোমার চোখের চারিদিক
কেন যেন কালিমার রেখা
"কিউটিকুরা" পাউডারে যায়নি ঢাকা।
মনে পড়ে আজও মোর
পুরাতন চোখের সেই চেনা দু'টি তারা।

পাহাড়ী মেয়ে

কে জানি ডাক্‌লো আমায়
অবেলায়—
শুনালো আশার বাণী
পথ-ভোলা পথিকে।
চ'লেছিলাম পথ ভুলে পাহাড়ের দেশে
আঁকা বাঁকা পথে।
ডাক্‌লো আমায় কেন জানি কে
পিছনের দিকে।
কহিল মিনতি করি ঃ
"ও পথ তোমার নয় গো পথিক,
চ'লে গেছ অনেক দূরে ভুল ক'রে তুমি
এবার ফেরো পিছু,
ওপথের নেই ত শেষ ;
যে যায় ওপথে সে ত আর আসে না ফিরে।"
দাঁড়ালাম থমকি ঃ
দেখিলাম চারিদিক শূন্যতায় ভরা শুধু
পাহাড়ের বুক ;
কোথাও নেইত কোন মানুষের ছায়া।

মনে হ'লো ডাকি
যত জোরে পারি ঃ
কে গো তুমি মহিয়সী —
বাঁচালে আমায়।
রুদ্ধ হ'লো কণ্ঠ স্বর,
ধীরে ধীরে চলিলাম
এক পা দু'পা করি পিছনের দিক
বেশ কিছু দূর।

তারপর শুনিলাম ফের ঃ
"দাঁড়াও পথিক, একটু দাঁড়াও তুমি।
কত পুরুষ, কত নারী গেছে ওপথে,
কাউকে ডাকিনি তো আমি কোনো দিন ;
প্রয়োজনও কিছু করিনি তো মনে।
কারণ যে যাবে সে ত যাবেই,
ডাকা যে তারে মিছে।
তবু কেন আজ ডেকেছি তোমারে,
জানি না যে নিজে।
বলত পথিক,
কে তুমি আমায়ে কওয়ালে কথা!"
দেখিনু এবার ঃ
তরুণী সুন্দরী এক
নেমে এলো পাহাড়ের গা' বেয়ে —
পাহাড়ী মেয়ে।
দাঁড়াল আমার পাশে মৃদু হেসে,
যেন অতি আপনার।

কহিলাম তারে ঃ
আমি ত জানি না আমি কে।
শুধু এইটুকু জানি আমি শুধু আমি ;
আর ত কিছু নাই পরিচয়
কহিল তরুণী ঃ
"চিনেছি তোমারে আমি,
পরিচয়ে নেই আর কোন প্রয়োজন।
এস, তুমি চলো
ওই অদূরে আমার কুটীরে।
ভেবো না কিছুই তুমি,
ভয় নেই কিছু,
আমিও মানুষ তোমার মত।"

কহিলাম আমি ঃ
মাফ কর দেবী, মাফ কর আমায়।
ঋণী আমি তোমার কাছে,
মনে রবে তোমার কথা চির দিন।
তবু ডেকোনা আমারে তুমি
আজ অবেলায় ;
যেতে হবে আমায় আরও কত দূর।
তোমার কুটীরে গেলে
রা'তের আঁধার আসবে ঘনিয়ে,
আবার যে হারাব পথ।
যেতে দাও আমারে দেবী
আমার চলার পথে।

তারপর ...
নারীকণ্ঠে বেজে ওঠে আদেশের সুর
অতি সুমধুর ঃ
পথিক যেয়ো না, যেয়ো না তুমি।
ফিরিলাম আমি ;
থেমে গেল হাসি তার।
মুখখানা হ'য়ে এলো ভারী ;
চোখ দুটী হ'লো তার অতি অবনত।
পড়িল ঘুমন্ত দেহ যেন অকস্মাৎ
আমার পথের পর।

মুক্ত হাওয়া

মনের দুয়ার তোমার দাও খুলে,
আসুক কিছু মুক্ত হাওয়া।
ঘরের দুয়ার তোমার যদি বন্ধ রাখ বার মাস,
মুক্ত হাওয়া নাহি যদি আসে,
শরীর তোমার ভাঙবে ;
জীবনের সুখ হবে নষ্ট।
তোমার দুয়ার বন্ধ দেখে আমিও উঠেছি হাঁপিয়ে ;
মনে হয় দম বুঝি হবে শেষ
এখুনি বা একটু পরে।
আচ্ছা বল্‌তে পার —
তোমাদের মনে এত সংকীর্ণতা কেন ?
তোমরা বুঝি মনে কর
বাহিরের হাওয়া অতি দুষ্ট,
তাতে ঘরের হাওয়া হবে আরও দুষিত।
কিন্তু ....
একটা কথা যাচ্ছো ভুলে ঃ
হাওয়া বেশীদিন আবদ্ধ থাকলেই
দুষ্ট হয় বেশী।
বাইরের হাওয়ার সাথে
তোমার মনের কিছু সামঞ্জস্য রাখ।

খোলা ময়দান কোরো না তোমার ঘরটাকে ;
বিপদ তাতেও আছে।
উঁচু পাঁচীলের স্যাঁত সেঁতে উঠানে
পা পিছলে প'ড়বে হয়তো কোন দিন।
আবার খোলা ময়দানে
রাত্রির তুহীন শীতে
শরীর তোমার হ'তে পারে জীর্ণ।
মাঝামাঝি পথ নাও বেছে,
প্রাচীরের উচ্চতা দাও কিছু কমিয়ে।
রুদ্ধ দুয়ার তোমার খোলো,
নিজেরে আজ গ'ড়ে তোলো ;
মানবতার হোক বিকাশ তোমার মাঝে,
মুক্তির আনন্দ কর আস্বাদন।
তোমার মুক্ত মনের বাতায়নে ব'সে
আমিও হব সুখী,
বসন্তের হাওয়া বহিবে সবার প্রাণে।
নতুন এক জাতির জন্ম হবে সেদিন,
যেদিন তোমার মনের গহন কোণে
প্রবেশ পাবে সূর্য্যের কিছু আলো,
আর কিছু মুক্ত হাওয়া ;
তোমার ও আমার জীবন হবে সুমধুর।
তারপর আমরা যদি যাই চ'লে
ক্ষতি নেই তাতে।
রেখে যাব আমাদের পিছনে
সে এক মহান জাতি।
যে জাতি নিত্য প্রভাতে জানাবে ছালাম
তোমারে ও আমারে।

অভিনয়

জীবনটা কি শুধুই অভিনয় !
গভীরতর নেইকো কিছু এতে !
বাঁচ্‌তে চাওয়া দুনিয়াতে
বাস্তবতার মাঝে —
কঠিন বড়, সহজ মোটেই নয় ।
যেথায় যত রঙীন কিছু দেখি,
মনে মনে ভাবি —
জীবনটা কি এম্‌নি একটা ফাঁকি !

দোকানদারের বেচাকেনা
সেও ত অভিনয় ।
সত্য বটে
প্রয়োজনের তাকিদ সেথা আছে ।
কিন্তু যদি
পরিপাটি মোটেই নাহি থাকে
দোকান ঘরে কেউ কি কভু যাবে !
তাইত ভাবি
সরলতার সরল কথার নেইকো কিছুই দাম ।

এ দুনিয়ার জীবনটাও যেন
একটা দোকান ঘর।
যত পার রঙীন ক'রে সাজাও বারবার ;
কেরোসিনের ডিবে ফেলে
বিজলী বাতি জ্বালো,
রঙীন জিনিষ রাখ কিছু
নাইবা হ'লো ভাল।
মিষ্টি কথা বল আর মিষ্টি ক'রে হাসো ;
দেখতে পাবে তখন তুমি জীবন কত দামী ;
সত্য অভিনয়।

জীবনেতে সত্যি যদি গভীর কিছু থাকে
ভুলতে হবে তাকে।
বাস্তবতার এই দুনিয়ায়
মিন্‌মিনে ওই ভ্যান্‌ভ্যানানি
কেউ যে নাহি চাহে।
সরলতার বেশ-ভূষা সব জ্বালিয়ে দিয়ে আজ
চকচ'কে এক মুখোস প'রে চালিয়ে যাও কাজ।
সত্যি কথা শুনতে যদি চাও,
বলবো তবে —
সত্যি কথাই সত্যি ক'রে —
জীবনটা এক মধুর অভিনয়।

বিস্মৃতি

স্মৃতির দুয়ারে বসি'
বিস্মৃতিরে করি অন্বেষণ
হৃদয়টীরে করি' নিষ্পেষণ।
রক্তের সাগরে ভাসি,
গোলাপ পেলো যে রূপ
আমার এ হৃদয়ের প্রতি কণিকায়।
তারই স্মৃতি জাগে মনে ;
তাই আমি গান গাই আপন মহিমায়।

আমার সত্বারে যেন ভুলে যাই,
আর মিশে যাই
অপরূপ সেই রূপ-মাঝে ;
স্মৃতি আর বিস্মৃতির মিলন-সাঁঝে
আমার জীবনের সেই যে একটী ক্ষণ
জাগে অণুক্ষণ।
আমারই হৃদয়ের মাঝে
দেখেছিনু সেই রক্ত-রাঙা ফুল,
কভু নাহি হবে ভুল।

তারই খোঁজে ফিরি বারবার
আমার এ মনের সীমাহীন পথের মাঝারে।

কোথায় যাত্রা ছিল
আর কোথায় যে শেষ
কোথায় যে বেঁকে গেলো পথ ;
মনে নাই কিছু।
তাই আমি বসে থাকি হেথা আনমনে
চেয়ে দেখি নির্নিমেষ
মনের গহন তিমিরে বিস্মৃতির সমুদ্র-পানে
অজানা সুরের সন্ধানে।

স্মৃতির দুয়ারে আসি
ধরা দেয় যদি বিস্মৃতির রূপ ;
দিয়ে যায় মনে মোর আশার সঞ্চার,
সেই দিন হবে মোর
আত্মার সত্বার মাঝে
বাগিচার ফুলের সম্ভার।

পুতুল-বোমা

যে দেশটার কথা তোমরা ব'লছো ঃ
সে দেশের লোকগুলো সব
কেমন যেন আড়ষ্ট পুতুলের মত।
যেমন নাচাও তেমনি নাচে
তারা মনের সুখে।

ভেবেছি ঃ
সে দেশের লোকগুলোর কথা —
কেমন ক'রে তাদের মানুষ ক'রে তুলবো।
হাসছো তোমরা মনে মনে,
আর বুঝি ব'লছো ঃ
অদ্ভুত খেয়ালের এই লোকটা।
মাথাটা যদি না হবে খারাপ,
তবে পুতুলের ওপর কেন এ দরদ !

কিন্তু ঃ
হেসো না তোমরা।
আমি জানি সে দেশের লোকগুলো,
পুতুল ত তারা নয়।

ওদের বুকের ভেতরে যে সব মাল-মসলা আছে,
তা একদিন বারুদের আগুন হ'য়ে
ফেটে বেরুবে বোমার মত।

বলতে চাইছিলাম ঃ
ওদেরকে বেশী নাচানো ভালো নয়।
কারণ নাচের মাত্রা হবে যত বেশী
বারুদের কাজটাও হবে ঠিক তত জল্‌দি।
বারুদের বেশী ঘষাঘষিতে
বোমার আগুন ফেটে বেরুবে
পুতুলের মত লোকগুলোর বুক থেকে।
তার ফলে —
শুধু পুতুলগুলি যে পুড়বে তা নয় ;
যারা পুতুল নাচায়
তারাও পুড়বে সেই আগুনে।

তার মানে ঃ
যাদের নিয়ে তোমরা খেলা করো
তারা ত নয় তোমাদের খেলার সামগ্রী
তবুও যদি ঃ
তোমরা চাও খেলতে,
আর ভুলের পথে বাড়াও পা,
সত্য, ন্যায় ও ধর্মের দুয়ার বন্ধ ক'রে দাও ;
ধ্বংস হবে গোটা দেশটা
পুতুল-বুকের লুকায়িত বারুদের আগুনে।

যাত্রী

সীমাহীন কালের যাত্রী আমি চলিয়াছি পথ
করিয়া শপথ।
পুতিগন্ধ সমাজের বুক চিরে চিরে
বারবার ব্যথাহত ফিরে
আজো আমি চলিয়াছি মুক্তির সন্ধানে
অনন্তের পানে।
মৃত্যু নাহি—ক্ষয় নাহি—নাহি কোন ভয় ;
মনের সংশয়
ধুয়ে মুছে চলিবারে চাই।
যদি কভু পাই
জীবনের সব সাধ, চির-চাওয়া গান
থাকিবে না অভিমান ;
বুকভরা বেদনার যদি হয় অবসান
মানুষের হয় যদি পরিত্রাণ।

আকাশের বুকচেরা আলোকের রেখা
ক্ষণিকের দেখা
দিয়ে যায় মনে মোর সান্তনার বাণী —
এই শুধু জানি
মানুষের হবে পরিত্রাণ।

06.5.92

মানুষেরে করিয়াছি দান,
যা কিছু ছিল অম্লান ;
প্রতিদানে পেয়েছি আঘাত মানুষের কাছে,
মানুষের তরে করি' প্রাণপাত।
এখনো র'য়েছি বেঁচে
প্রাণ ওঠে নেচে
কিসের আশায় —
মুক্তি হবে মানুষের সময়ের সাগর-বেলায়।

প্রতারণা, অবিশ্বাস মিথ্যার বেসাতি
কুহকের জাল পাতি'
রহিয়াছে মানুষের মনে
তবুও মানুষ সাথী মহাকাল-যাত্রী সনে।
যুগ যুগ ধরি
কালের আবর্ত্ত চক্রে মুক্তি ভিক্ষা করি
অনন্তের যাত্রী চলে
ধরণী তলে।
তারপর আসে একদিন,
আঁধারের কুহেলিকা হ'য়ে যায় লীন্ ;
সপ্তম আকাশ হইতে জ্যোতির্ম্ময় রেখা
সত্য, প্রেম আর সুন্দরের লেখা
ক্ষণিকের তরে।
যাত্রীর প্রাণ ওঠে ভ'রে
মুছে যায় সব ব্যথা, অভিমান যত
আত্মার বীণায় বাজে সুর অবিরত।

যাত্রী আমি মহাকালের চলিয়াছি পথ
করিয়া শপথ।
শান্তি-বাণী বহিবারে নাহি অবসাদ,
ঘুচে যাক জীবনের সব দুঃখ-রাত।
মুছে যাক্ ধরণীর পাপ-কালিমা ;
বিদীর্ণ করি' ওই আকাশ-নীলিমা
আসুক আর একটি সোনালি দিন
মনের কলুষ যত করিয়া বিলীন।

আকুল প্রতীক্ষায় মানুষের মুক্তি-কামনায়
চলিয়াছি অবিরত সীমাহীন পথে
ক্লেদভরা সমাজের জীবনের রথে।
ব্যর্থ নাহি যাবে মোর মনের বাসনা
যাত্রীর জীবন-সাধনা।

অভিযোগ

অভিযোগ কিছু নেই আমার,
আছে শুধু ব্যথা।
বেদনার এক অনন্ত সাগরের মাঝে
উঠিয়াছে আজি প্রলয়ের তরঙ্গ,
ডুবে যাবে বিশ্বের যা কিছু সব।
আর তার সাথে
আমি শুধু একফালি কাঠের মত
ভেসে ভেসে যাব কোনো অজানার পানে।

কিন্তু কেন?
আমার এ ব্যথা তো কারো তরে নয়,
পৃথিবীর মানুষের লাগি' শুধু।
নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, নিষ্কলুষ মানুষের দল,
তিলে তিলে, ধুকে ধুকে, কেঁদে কেঁদে মরে,
দিনের পর দিন আর রাতের পর রাত,
যুগের পর যুগ অবিরত।
নাই তার শেষ ঃ
তবু হয়, তবু যায়, তবু কাঁদে মিছে ;
এর তো হবে না শেষ।

অভিযোগের নাই যদি কোন প্রতিকার,
তবে মিছে কেন করি অভিযোগ
বিধাতার কাছে।

প্রিয়ার চোখ

প্রভাতের শিশিরে যবে ভিজে থাকে শ্যাম দুর্ব্বাদল,
আলোকের রঙ লেগে ঝলমল করে অপরূপ
আর পাহাড়ের মাথার পরে দেয় উঁকি
সূর্য্য-কিরণ-তীর
সাগরের বুক চিরে ঢেউ উঠে দুলে
তটিনীর পানে ছোটে মিলন-আশায় ;
তখন তাকাই আমি
প্রিয়ার চোখের দুইটী তারকার পানে ।

বিশ্বের যত কিছু আছে সুন্দর
যত কিছু সৃষ্টি অপরূপ
ভেসে ওঠে মোর প্রিয়ার নয়ন-কোণে ।
তাই আমি দেখি চেয়ে সেই ছবি গভীর বিস্ময়ে
অতি সাবধানে ।

বাস্তবের কঠিন পরশে
আর রোদের প্রখর তেজে
শিশিরের কণা সব যবে মিলে বাতাসে
আর পাহাড়ের বুকে নেমে আসে
আগুনের ঝল্‌সানো ঘন আবরণ

মহা-রণ-হুঙ্কার জেগে ওঠে যবে
সাগরের ক্ষুব্ধ তরঙ্গে ;
আর প্রিয়ার চোখে নামে ঘোর বরষণ ;
আমি ভাঙা কুটীরের বাতায়নে তখন
চেয়ে দেখি বিশ্বের প্রলয়-পবন।
আকাশের বুক-চেরা ঘন মেঘ
প্রিয়ার চোখের ধারার মত আসে নেমে
কুটীরের মাঝে মাটির শয্যায় ;
প্রিয়ার হাত ধ'রে তাই উঠে যাই
ঘরের মাচায়।
শীতের কাঁপনে ছেঁড়া কাঁথার নীচে
টেনে নিই প্রিয়ার তনু
আমার হৃদয়-গভীরে।

✓ 07.5.92

আর্টের ক্ষুধা

প্রমোদ-কাননে বাজে নৃত্যের ছন্দ,
মনের মাঝেতে যদি নাহি থাকে দ্বন্দ
সুরের পীড়নে দোলে নর্তকীর লীলায়িত দেহ,
তাহারে করিতে কদর বাদ নাহি যায় কেহ।
পৃথিবীকে মনে হয় ভোগেরই কিছু,
মনটা ছোটে তাই আর্টের পিছু।
অগণিত নরনারী রাতের আঁধারে
মৃত্যুরে প্রতীক্ষা করে কাতারে কাতারে
শহরের অলিতে গলিতে ;
আর শিশুর শোণিতে।
দেখিবারে পাই যবে কামনার ক্ষুধা
আর্টের অপরূপ সুধায়
মানুষের বঞ্চিত অর্থ-বিনিময়ে
এক ভোগের সময়ে।
তোমাদের যুক্তি আমি শুনেছি অনেক,
তর্কের জালে শুধু ঢেকেছ বিবেক।
কামনার সাধনার ওই অন্তরালে,
মানুষের বাঁচিবার দাবী পায়েতে মাড়ালে।

সে কথা বুঝিতে তুমি নাহি যদি চাও ;
মনের আনন্দ যদি পাও
মানুষের রক্ত-ধোয়া মেঝের ওপরে ;
শুধু আর্টের তরে
নর্ত্তকীরা নেচে যাবে, গেয়ে যাবে গান,
ক্লান্তির হবে অবসান।
তোমাদের মুখে শুনি বড় বড় কথা —
'গরীবের সেবা' আর 'দেশ-সেবা' যথা ,
মনটা ভ'রে ওঠে বিরক্তির সুরে,
চ'লে যাই আমি তাই একটু দূরে।
প্রতিজ্ঞা করি যেন আরো একবার
মৃত্যু-পথ-যাত্রী যত সবে বাঁচাবার।

নির্ভীক

হে জীবন! তুমি কি মোরে দেখাইয়া ভয়
করিবারে চাহ মোরে পদানত বারবার
ব্যর্থতার সুপ্ত পদতলে?
আমি ত কভু সহিব না জেনো
আমার সে পরাজয়।
যত পার তুমি দাও বেদনা, শত আঘাত
দুঃখ বার বার;
আমার মনের অসি খরধার
ভাঙিবে তাহাদেরে করি চূরমার।
পুনঃ যদি শুনি আমি ক্রন্দন তব
তাহাতেও হবে না জেনো
আমার হৃদয় দুর্ব্বল।
আমি জানি হাসিতে শুধু এ সংসারে
হাসিয়া করিতে চাই হতাশারে হীন বল।
আমি যাহা চাই,
তাহা যদি পাই,
মনের সুখে করি আনন্দ;
আর গেয়ে যাই গান,
হাসাইতে তোমার ক্রন্দনের ছন্দ।

হে জীবন, তুমি চঞ্চল ছলনাময় ;
কামনার উত্তেজনা করিয়া প্রবাহিত শিরায় আমার
করিবারে চাও মোরে কণ্টকাবিদ্ধ।
তাই আমি ছিন্ন করি মায়াজাল শত,
মনের বাসনা তোমার করিতে ব্যর্থ।
প্রলোভন দেখাও মোরে অগণিত অর্থের,
জ্ঞানের আনন্দে আমি ভাঙি তব
শত জাল স্বপ্নের।
বন্ধুরে ডাকিয়া আন বাঁধিবারে বাহুপাশে,
প্রতারণা করিয়া পুনঃ ডাকো ভুল-পথে ;
দু’দিন নাহি যেতে
বন্ধুরে শত্রু করি’ ভেঙে দাও বুক,
নিদারুণ মর্মাঘাতে।
আমি তাই বেছে নিই নব বন্ধু কত,
আমার পাশে দাঁড়ায়ে যাহারা
বিদ্রূপের হাসি হাসে তোমারে দেখিয়া।
দেখাও কখনও যদি মরণের ভয়,
তাহাতেও সহিব না কভু পরাজয়।
আমার চিন্তা, আমার শক্তি, আমার আত্ম-বল
তব বাসনারে দেবে প্রতিফল,
বারে বারে হবে শুধু তব পরাজয়,
হে জীবন মম,
তুমি মোরে কি দেখাও ভয়!

কষ্ট-কবি

(হাস্যরস)

কবিতা আমি লিখিনি কভু,
ছন্দের না পাই মিল।
কি যে লিখি, আর কি যে ভাবি ;
না লিখেও পারি না তবু।
যা আসে কলমে, লিখে যাই তাই
কবিতা হয় কি গবিতা হয়,
সে বিচার তো আমার নয়।
মনের কথা না করি গোপন
সবারে জানাতে চাই।

কবিতা লেখা —
সেতো নয় সহজ কথা।
যে জন কভু পড়েনি প্রেমে
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ;
যে জন কভু দেখেনি ফিরে
নারীর চোখের চাহনি মায়া,
যে জন কভু শোনেনি কাণে
নারীর প্রাণের মৌন কথা ;
সে জন পারে কি লিখিতে কবিতা ?

কবির বিয়ে

(হাস্যরস)

ভাবিজান আমারে কহিলেন ডাকি ঃ
বিয়ে তোর হবে ;
ওপাড়ার কালু মিয়ার সুন্দরী মেয়ে
ক্লাস ফোরে পড়ে।
তাছাড়া কালুমিয়ার পয়সা আছে বেশ,
মোটা কিছু পাবে।
ভাইজান তোমার দেখেছেন মেয়ে
বেশ গোলগাল আর
শ্যামলিমা রঙ ;
জানিতে চাহেন তিনি
মত্ কি তোমার।

কহিলাম ঃ
ভাবীজান, আপনি জানেন সব
আমার মতামত ;
মেয়েও দেখেছি আমি
গোল আলু এক, খাঁটী স্বদেশী ;
এ বিয়ে কোনো মতে রুখে দিতে হবে।

কহিলেন ভাবীজান ঃ
একি কথা বলো তুমি ভাইটী আমার,
বিয়ের বয়স তোমার হ'য়ে যায় পার ;
এর পরে আর কেউ মেয়ে কি দেবে ?
লেখাপড়া তাও কিছু হ'লো না তোমার।
ঘুরে বেড়াও দিনরাত কাহার পিছনে,
ভাই তোমার সব কথা ফেলেছেন জেনে।
বিয়ে না ক'রে তোমার
কোনো পথ নাই।

কহিলাম ঃ
ভাবিজান, মা নাই বেঁচে,
জোর ক'রে তাই আজ ভাইজান
বিয়ে দিতে চান ।
দয়া ক'রে আপনি ব'লে দিন তাঁরে,
এ বিয়ে কোনমতে হবে না আমার —
করিলাম পণ।
জোর যদি করিবেন,
ছেড়ে যাব দেশ।
আর যদি দেখেশুনে
দিতে চান বিয়ে, মেয়ে আছে চেনা ;
ওপাড়ার কাজী বাড়ীর
সেই আমেনা।

গাঁজা

(হাস্যরস)

জীবনে একদিন আমি খেয়েছিনু গাঁজা,
(তোমরা কোনদিন খেয়েছিলে নাকি ?)
দেখিলাম দিয়ে দম স্বপ্নের মতন
এই ত্রিভূবন।
গাঁজার ধোঁয়াতে আরও দেখিলাম ভাই
সুন্দরী তরুণী সব
আর কত নেকটাই
নাচিয়া নাচিয়া চলে তালে তালে পা,
দেখে মোর দিন রা'ত জ্ব'লে যায় গা'।

কেন জ্ব'লে যায়, তাও জান না,
আচ্ছা বলি তবে ঃ
হাতে মোর ছিল এক ক'ল্কে গাঁজার,
পরণে পাঁতলুন ছিল,
গায়েতে সার্ট ;
গলায় একটী আমার জোটেনি টাই ;
(দুঃখে ম'রে যাই)।
গাঁজার ক'ল্কেতে তাই দিয়ে আরও দম
পড়িলাম বসিয়া ভাই
রমনার মোড়ে এক পুকুরের ধারে।

দেখিলাম চক্ষু বুঁজে ঃ
গাড়ী, ঘোড়া, মোটর আর কত রিকশা
নিয়ে যায় টেনে টেনে সব জোড়া জোড়া।
সহিতে না পেরে ভাই মনের খেদ,
ক'ল্কেতে দিনু দম খুব জোরে এক।
মনে আছে,
মাথা ঘুরে পড়িলাম সেথা ;
রা'ত তখন একটা, দুইটা কি তিনটা ;
রিকশার তলায় পড়ি' টুটে গেল নেশা।
সুন্দরী সুধামুখী
গালি দিলো খাসা।
বাসায় ফিরে দেখি রা'ত চা'রটা
শুয়ে গেলাম বিছানায় টেনে লেপ্‌টা।
দেখিলাম সেই ভাই সেই-একদিন
(সব মনে রেখো) ;
বিশ্বাস না হয়
গাঁজা টেনে দেখো।

মাকাল ফল

(হাস্যরস)

বন্ধু মোর আছে এক পি, সি, এস্,
ইংলিশে কথা বলে নাকি সুরে বেশ।
রমনার পথে আর পল্টন-মোড়ে,
দেখিতাম আমি তারে সাইকেল চ'ড়ে।
রিকশাতে কোনদিন, কোনো দিন হেঁটে,
কথা বলে হেসে হেসে 'নেকটাই' এঁটে।
ফেল্ট ক্যাপ থাকে হাতে কখনও মাথায়,
জুড়ি তার নব নব দেখি সিনেমায়।
কোথা থেকে আসে সব ডানা কাটা পরী,
খোঁজ তার মেলা ভার ভেবে ভেবে মরি।
মিলিলাম একদিন বুকে জোর বেঁধে
বন্ধু-সনে বলিলাম কত কথা সেধে।
তারপর গেল জ'মে খুব ভাই জোর
ব্রিটানিয়া সিনেমায় একদিন মোর।
কিছুদিন মিশে ভাই বুঝিলাম কত —
মাকালের ফল সব বদনাম শত।

মনের ফ্যাসাদ

(হাস্যরস)

মনটাকে নিয়ে ভাই বেঁধেছে ফ্যাসাদ,
বোঝে নাকো মোটে সে মেয়ে-ধরা-ফাঁদ।
যেখানে যারেই দ্যাখে তারে বাসে ভাল,
লাল্ কালো জ্ঞান নেই, মেয়ে হ'লে হোলো।
কতবার খেলো মার কত শত হাতে,
চোখ্ তার যায় তবু ও বাড়ীর ছাদে।
এলোকেশী কোনো এক রোজ সেথা আসে,
ডাক দেয় ইশারায় আর শুধু হাসে।
দুপুরের দিকে তাই ছাদে যায় চোখ
দেখে ওই এলোকেশী বেড়ে যায় ঝোঁক।
আজো পিঠে আছে দাগ—মার সেবারের
ভুলিবার নহে তবু চোখ গেলো ফের।
ওবাড়ীর কেউ বুঝি দেখেছে গোপনে,
সুযোগের তরে যেন ছিল মনে মনে।
হাতে নাতে পড়িলাম পুনরায় ধরা,
পালাবার পথ ভাই ছিল নাকো ত্বরা।
পিঠে তাই প'ড়ে গেল ভারী এক গদা,
আর নয় ওরে মন! মনে রাখো সদা।
যায় প্রাণ তোর লাগি ওরে তুই বোকা,
খাবি আর কতকাল মেয়েদের ধোঁকা।

মিলন-বাসর

বৈশাখের মেঘ-মুক্ত প্রভাত-আকাশে
আলোকের ইশারা
ভ'রে দেয় দুনিয়ার বুকখানা আনন্দের শুভ্র রেখায়।
অনন্ত প্রেমের স্মৃতির দুয়ারে
অগণিত পাপাতুর নর ও নারী জমায় ভিড়
মুক্তির আশায়।
'মুক্তি'—'মুক্তি'—মুক্তি তারা চায়
প্রেমের পূত স্মৃতির দুয়ারে আসি'।
ব্যাকুল সে মুক্তির বাসনা সব
যায় না বিফল।
নর ও নারীর মিলনের চিরন্তন বাসনায়
যে প্রেমের সন্ধান তারা পায়
সে প্রেম তাদেরে নিয়ে যায় দূরে, বহুদূরে,
অনন্তের পানে ;
যেখানে সন্ধান তারা পায়
প্রেমের মহান স্রষ্টার
মানুষের অন্তরের নিবিড় গোপন কোণে।

ধন্য হয় জীবন তাদের
পাপের চরম সমাধি-পরে।
বৈশাখের প্রভাতের আলোকের ইশারা
মানুষের জীবনে কত আসে
আরও কত যায় বৃথা।
তবু রহিয়াছে আশা —
প্রেমের স্মৃতির রেখা করিবে ধন্য সবারে
কোনো দিন কোনো ক্ষণে।
স্বরগের আশীষ্-বাণী আজি তাই শুনি
একটী নর আর একটী নারীর মিলন-বাসরে।

ক্বেয়াম ও ছ্বালাম

ইয়া নবী ছালাম আলাইকা,
ইয়া রছুল ছালাম আলাইকা ;
ইয়া হাবীব ছালাম আলাইকা,
ছালাওয়া তুল্লাহ্ আলাইকা।

নিখিলের ফুলের বাগিচায়,
আরবের হেরার গুহায়,
গাহিয়া গেলে হে বুলবুল,
মানবের মুক্তি কামনায়।

তোমারই নামের পরশে,
ফুটিল কুসুম হরষে ;
খুশীতে ভরিল হৃদয় ;
খোদারই স্মরণ-মানসে।

তোমারই করুণা লাগি',
রহিছে এ বিশ্ব জাগি' ;
মালায়েক করিছে ছিজ্দাহ্,
খোদারই রহম মাগি।

তোমারই নামের পিপাসা,
কভু যে মেটেনা আশা ;
তোমারে ডাকিতে সদা
নাহি যে মোদের ভাষা।

তোমারই প্রেমের মাধুরী,
হৃদয়ের আঁধার বিদূরি ;
তোমারই নামের আলোকে
আঁধার এ ভবেতে ঘুরি।

তুমি হে চাঁদের জ্যোতি,
নিরাশায় আশা যে অতি
পাপীদেরে করিও ক্ষমা
তোমারে করি যে মিনতি।

প্রভাতের আলোক সম,
তুমি যে অতি প্রিয়তম ;
খোদারই হাবীব তুমি হে,
দুনিয়ায় সৃষ্টি অনুপম।

বুলবুলি

সকাল বেলা সেদিন আমি পাশের বাড়ীর দ্বারে,
দেখ্‌নু থেমে,—আমার পানে দেখ্‌ছে বারে বারে
সহজ সরল সুন্দরী সে একটী ছোট্ট মেয়ে ;
হাস্‌ছে যেন ফুলের মত মিট্‌ মিটিয়ে চেয়ে।
তারার মত চক্ষু দু'টী চাঁদের মত মুখ,
লুকিয়ে আছে তাহার মাঝে কতই মধুর সুখ।

এগিয়ে গিয়ে একটু খানিক্‌ নাম শুধানু তারি,
হঠাৎ কেন মুখ্‌টি তাহার হ'লো বিষম ভারী।
বাড়ীর ভিতর চল্‌লো ছুটে করি আঁকুমাকু,
ভাব্‌লো বুঝি চোর এসেছে নয়তো বড় ডাকু।
ভয় পেয়ে সে দৌড়ে পালায় মায়ের কোলে উঠে,
কাজী সাহেব বাইরে এলেন তাইতে ত্বরা ছুটে।

চিন্‌তে আমায় পারেন নিকো চেয়ে মুখের দিকে,
"বসুন"—বলেন মৃদু হেসে অচিন্‌ অতিথিকে।
কাজী সাহেব উকিল জানি, নাম হ'য়েছে বেশ,
দু'এক কথায় নিলেন বুঝে মনের গহন দেশ।
নাম কহিনু, "কবি সাহেব"—নূতন ভাড়াটিয়া,
গোল বেধেছে সকাল বেলা মেয়েটীকে নিয়া।

কাজী সাহেব বাড়ীর ভিতর উঠে গিয়ে তখন,
মেয়েটীকে কোলে নিয়ে হাসেন কতক্ষণ।
আদর ক'রে কোলে তুলে নিয়ে এলেন তারে,
আমার কোলে দিয়ে দিলেন হেসে বারে বারে।
“মাগো” ব'লে ডাকি' তারে নাম শুধানু কত,
“বুলবুলি” সে ব'ললে শুধু আঁখি করি নত।

আদর ক'রে চুমা দিলাম কচি মুখের পরে,
সকাল সেদিন সফল হ'লো ফিরে এলাম ঘরে।
সেই যে দিনের ক্ষণিক স্মৃতি প'ড়ছে আজও মনে,
আজকে আমার দূর দেশেতে বিদায়-সাঁঝের ক্ষণে।

ফকির

সংসারেতে কেউ ছিল না বয়স তখন তেরো,
যমের কোলে সবাই গেল এম্‌নি কপাল গেরো।
শেষের দিকে ছিল শুধু অভাগিনী মাতা,
বিয়ে দিয়ে আন্‌লে ঘরে রূপসী নয় যা তা!
বিজন ঘরে পেয়ে তারে খুশীর রাজা আমি,
খেলার সাথী ভোলে ব্যথা, হাসে অন্তর্যামী।
এম্‌নি সময় মা যে আমার মরণ-বেদনায়,
সুখ-স্বপন ভেঙে দিল নিমিষেতেই হায়।

দু'দিন বাদেই গেলাম ভুলে মায়ের স্মৃতি শোক,
বাহুর বাঁধন প্রিয়ার আমার রচে স্বপ্নালোক।
পান করিনু প্রেম-মদিরা যৌবন তখন ভরা,
কেউ ছিল না মোদের মাঝে এম্‌নি মধুর ধরা।
হঠাৎ সেদিন কোথা থেকে এলো বুড়ো ফকির,
আদর কোরে দিনু তারে পাশের কোণে কুটীর।
প্রিয়া আমার পোড়ে গেলো বুড়োর প্রেমে বাধা,
আশি বছর বয়স যে তার একি বিষম ধাঁধাঁ।

মানের দায়ে বোল্‌তে নারি কেন যেন বাধে,
ছোট কালের প্রিয়া আমায় ফেল্‌লে এম্‌নি ফাঁদে।
মনের ব্যথা মনেই চাপি রইনু কত কাল,
কালের ধর্ম্ম আস্তে আস্তে পাকিয়ে গেল তাল।
যেম্‌নি সেদিন বিদেশ থেকে ফিরে এলাম ঘরে,
মরম ব্যথায় দেখ্‌নু তারে বুড়োর পায়ের পরে।
মাটির মানুষ কেমন করে সইতে পারে এত,
তাড়িয়ে দিলাম ভণ্ড ফকির চুক্‌লো আপদ যত।

প্রিয়া আমার অভিমানে বলে নাকো কথা,
দিনে দিনে শুকিয়ে গেল চাপি' মনের ব্যথা।
ভোরের বেলা ধোর্‌লো সেদিন কঠিন বিমার তারে,
শহর শুদ্ধ হেকিম ডাকি' কিছুই হোলো নারে।
গভীর রাতে সেদিন প্রিয়া বোল্‌লে কত কথা,
টেনে নিয়ে বুকের কাছে আমার পাগ্‌লা মাথা।
এম্‌নি সময় আবার এলো বুড়ো ফকির হেসে,
শেষের বিদায় নিল প্রিয়া ধরার বুকে এসে।

তন্দ্রাশেষে বুড়োয় আমি পেলাম নাকো আর
সোণার সংসার জ্বালিয়ে গেল এমনি ছারখার।
সইতে আমি নার্‌নু ওগো শোকের ব্যথা ঘোর,
জ্বালিয়ে দিলাম ঘাসের কুটীর মায়া, মোহ-ডোর।
গৃহ ছাড়ি পালিয়ে গেলাম বিজন বনের মাঝে,
প্রিয়ার ছবি ধেয়ান করি সকাল, দুপুর, সাঁঝে।

আবার তখন বুড়ো ফকির জুট্‌লো গিয়ে বনে,
আদর করি' পাশে বসি' সান্ত্বনা দেয় মনে।
প্রিয়ার শোকে বুড়োর পরে, রাগও গেছে চলি,
ব্যথার দোসর পেয়ে তারে কত কথা বলি।
বুড়ো তখন ঝুলি থেকে "তছ্‌বীহ্‌" দিল আনি,
"ওজু" করি খোদায় স্মরি' জপের মালা গণি।

রাত দুপুরে সেদিন দেখি বুড়ো আছে জাগি,
মোর শিয়রে আছে বসি ফকির সংসার-ত্যাগী।
কেন হঠাৎ দিলে মোরে তল্‌পি-তল্‌পা যত,
বোল্‌লে শুধু যাবে চলে, দিন হোয়েছে গত।
রাত্রি-শেষে দিনের আলো পাখীর করুণ গান,
বুড়োর দেহ আছে পড়ে নেইকো তাতে প্রাণ।
বনের প্রান্তে ভাঙা মনে রাখ্‌নু তারে গোরে
যাবার বেলায় দিয়ে গেল প্রেমের বোঝা মোরে।

✓
৩.৫.৭২

কবির ভাগ্য

রাজার মেয়ে বিকালবেলা ফিরতেছিল বাড়ী,
গাড়ীর মাঝে জান্‌লা দিয়ে উড়্‌তেছিল শাড়ী।
কলেজ ছুটি কাল্‌কে তাই নেইতো কোনো কাজ,
ভাবতেছিল মনে মনে বাড়ী গিয়েই আজ
যেতে হবে দেখ্‌তে "ছবি" কিংবা থিয়েটারে,
এম্‌নি সময় জুট্‌লো আপদ তারই পথের ধারে।

তরুণ কবি আবিদ সাহেব যেতেছিলেন হেঁটে
হাতে নিয়ে খাতা কলম বাব্‌রি চুল ছেঁটে।
মনে মনে 'প্লট্' কিছু গুন্ গুনিয়ে গান।
চাদর খানায় হঠাৎ জানি প'ড়্‌লো কিসের টান।
হুড়মুড়িয়ে গেলেন প'ড়ে পথের ধূলোর পরে,
থামিয়ে গাড়ী চালক এলো মজা দেখার তরে।

রাজার মেয়ে খিল্ খিলিয়ে ফেল্‌লো কিছু হেসে
কবি সাহেব বসেন উঠে ধূলি-মলিন বেশে।
কবি মানুষ গালি দেওয়া স্বভাব তাঁহার নয়,
রাজার মেয়ের সরল হাসির পেলেন পরিচয়।
মলিন মুখে দেখেন তিনি খাতার পানে চেয়ে,
রাজার মেয়ে নেমে এসে কুড়িয়ে দিল ধেয়ে।

খাতার পরে ছিল লেখা—"আবিদ খাস্তগীর"
কবির খাতায় প'ড়লো নুয়ে রাজার মেয়ের শির।
উঠিয়ে নিয়ে আপন হাতে কবির একটী হাত,
গাড়ীর দিকে ধীরে ধীরে আন্‌লো তাহার সাথ্‌।
ব্যথা কিছু পায়নি কবি, বোঝাই গেল বেশ,
ধূলি-মলিন মুখে তাঁহার ফুট্‌লো হাসির রেশ।

রাজার মেয়ের নাম শুধিয়ে ভাবেন কিসের তরে,
"শিরীণ তাজ" আপন হাতে লিখলো খাতার পরে।
কবি সাহেব এবার তাই বিদায় নিলেন হেসে,
রাজার মেয়ে ফির্‌লো ঘরে আজকে বেলা-শেষে।
"ছবি" দেখা আর হোলো না, প'ড়্‌লো মনে ছাপ।
মাফ চাইতে গেছে ভুলে, হো'চ্ছে অনুতাপ।

কবি সাহেব বাসায় ফিরে কেমন উদাস মন,
লিখতে গেলেন আজ্‌কে কিছু জোরে পরাণ-পণ।
হ'লো নাকো কিছুই লেখা, ছুঁড়ে ফেলেন খাতা,
রাজার মেয়ে আজ্‌কে যেন খেয়েছে তার মাথা।
কত মেয়ের কতই কথা র'য়েছে তাঁর মনে,
এমন ধারা হয়নি কভু ভাবেন ক্ষণে ক্ষণে।

রাজার মেয়ে শিরীণ তাজ সহজ কথা নয়,
রূপে গুণে এমন মেয়ে কচিৎ দু'টী হয়।

মিল্‌তে যাওয়া রাজ-বাড়ীতে তাতেও আছে দায়,
ভুলে যেতেও তাহার কথা মনটা নাহি চায়।
পরের দিনে বিকাল বেলা কত ব্যস্ত মনে,
কবি সাহেব ক'রতে দেখা রাজার মেয়ের সনে
পথের ধারে বেড়ান ঘুরে আধো মলিন মুখে।
এমন সময় শিরীণ তাজ মোটর গাড়ী রুখে
আস্‌লো নেমে হাসি মুখে কবি সা'বের পাশে ;
আজ্‌কে যেন তাদের কাছে স্বর্গ নেমে আসে।

গাড়ী রেখে চালক বুড়ো পথের একটী ধারে
বিড়ি টানে আপন মনে ক'ষে ব্রেকটারে।
শিরীণ তাজ, আবিদ কবি, দু'জন পাশাপাশি,
কত কালের কতই যেন ভাল বাসা বাসি।
একটু দূরে গাছের তলায় খানিক হেটে যেয়ে,
দুজন মিলে পড়্‌লো ব'সে মুখোমুখি চেয়ে।
বেলাশেষে মাঠের ধারে কেউ ছিল না আর,
কবি সাহেব এদিক ওদিক দেখেন বারবার।
শিরীণ তাজের একটী হাত আপন হাতের পরে
টেনে নিয়ে বলেন তারে গভীর আবেগ ভরে।
"আমরা দু'জন এম্‌নি যেন একই সাথে থাকি।"
শিরীণ তাজ একটী হাতে মুখখানাকে ঢাকি,
ব'ল্‌লে শুধু আবিদ যেন ভুলে না যায় তারে,
কবির কাণে সেই কথাটী কাঁপ্‌লো বারেবারে।

অস্তপারের রঙীন রবি নাম্‌লো আরও নীচে,
কোকিল কেন ডেকে গেল গাছের ঝোঁপে মিছে।
শিরীণ তাজ বললে এবার ফিরতে হবে বাড়ী,
আবিদ কবি তারে নিয়ে উঠলো তাড়াতাড়ি।
শিরীণ তাজ গাড়ী চেপে তাকায় বাহির পানে
কবি সাহেব মনের ব্যথা চাপ্‌লো মৃদু গানে।

এম্‌নি ভাবে একটী মাস কাট্‌লো তাদের বেশ,
হঠাৎ জানি রাজার কাণে প'ড়লো কথার রেশ।
রাজা সাহেব রুষ্ট হ'লেন শুনে সবই হাল,
ভেবে ভেবে কাটিয়ে দিলেন বেশ কিছুটী কাল।
ফন্দী ক'রে আবিদেরে ডাকেন তিনি শেষে,
চাক্‌রি দিয়ে ভাগিয়ে দেবেন কোন দূরের দেশে।
আবিদ তাতে নারাজ হ'য়ে ফিরলো আপন ঘরে,
রাজা সাহেব ভাবেন এবার শিরীণ তাজের তরে।
পাত্র একটী দেখতে হবে মনের মতন খুঁজে।
শিরীণ তাজ শুনে সবই কাঁদে চক্ষু বুঁজে।

রাণী বিবি মেয়ের ব্যথা বোঝেন আপন মনে।
আদর ক'রে মেয়েরে তাই বোঝান প্রাণ-পণে।
শিরীণ তাজ একটী কথায় জবাব দিল তার,
আবিদ ছাড়া জীবনে তার কাম্য নাহি আর।

আহার নিদ্রা ছেড়ে এবার কান্না হ'লো সার
রাণী বিবি রাজারে তাই বোঝান বারবার।
মেয়ে যখন কোনই কথা শুনতে রাজী নয়,
পাত্র খুঁজে ফায়দা কি আর তামাম দেশময়।
রাজা সাহেব বলেন চেপে চাইনা কেলেঙ্কারী —
দেশের লোকের নিন্দাবাদ সইতে না আর পারি।
মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে যেথায় মেলে পাত্র,
আর তো কোনো উপায় নাহি—বিয়েই একটী মাত্র।

পুর্ব-পাকিস্তানী

তোমরা বলো এটা ভাল্ আর ওটা নয়,
যখন যেটা সোজা মনে হয়।
নির্ব্বাক চ'লে যাই আমি,
ব'লবার কিছু নাই জানি,
'মেজরিটি' কাছে হার মানি।
দু'দিন পরে আবার তোমরা মত্ পাল্টাও,
বলো এটা ওটা কোনটাই ভাল নয়।
আরেক্টা নতুন কিছু ভাল ভেবে নাও,
শুধু দুদিনের তরে।

বয়স আমার খুব বেশী নয়,
চল্লিশ পার হ'য়ে আরও বছর দুই তিন।
এর মাঝে তোমাদেরে কত দেখেছি,
নিজেরা ঠকেছো, আর ঠকিয়েছো কত,
কলঙ্কের ইতিহাস হ'য়েছে বিলীন।
ব্যথা পাই মনে,
বুঝি তোমাদেরই জন্যে অকারণে।

প্রাণ ভ'রে তাই দিতে চাই গালি,
তোমরা হতভাগা কেন বাঙ্গালী
এম্‌নি ক'রে যুগে যুগে মাখিয়াছো কালি !
ভাবি পুনরায় ঃ
বাঙ্গালী বলা ঠিক নয় তোমাদের,
কি জানি কিসের গন্ধ আছে মিশে ওই নামে,
রাজনীতির কারণে ;
কাজ কি আমার ঝামেলী এনে টেনে।
তার চাইতে বলি ঃ
তোমরা মুছলমান, স্বনামে কি বেনামে,
কেতাবেতে আছো সব—নাই কোনো কামে।

ঐতিহাসিক

অতীতের স্মৃতি টেনে এনে
কেন পীড়া দাও বারবার আমার মনটীকে ?
জানি আমি সুনিশ্চিত
কিছু নাহি অবশেষ ঃ
নাই সে আলী, নাই খালিদ,
নাই ওমর আর হজরত আবু বাকার।

তোমাদের মনের পর্দ্দায় ধ'রেছে ঘুণ্,
তাই যা কিছু লেখো এখন
কিছু বানায়ে আর কিছু সাজায়ে ;
হয়ত বা আছে ভয় রাজ-রোষের
অথবা মোহ-অর্থের।
তোমাদের নাম থাকে ইতিহাসের মলাটের পরে,
তোমরা হও অমর !
কি লাভ তাতে আমার ?
আমি ত চাহি না নাম,
আমার ত নাহি প্রয়োজন এহেন ইতিহাস।

যদি পার ফেলে দিতে ও কলম,
ভুলে যেতে তোমার জ্ঞানের অহম্ ;
তবে চ'লে এসো আমার সাথে,
শীতের তুহিন্ রাতে,
যেথায় কেঁপে কেঁপে মরে তোমার ও আমার
লাখো লাখো ভাই-বোন।

ঐতিহাসিক! লিখিও না তুমি আর
কলঙ্কের ইতিহাস তাহাদের,
যাহাদের রহিয়াছে শক্তি,
রহিয়াছে কুবেরের ধন।
কোটী কোটি মানুষের রক্ত শুষে
যারা হ'য়েছে নর-খাদক!

ঐতিহাসিক বন্ধু আমার!
লিখিতে পারিবে কি তুমি
নতুন করিয়া একখানি ইতিহাস
আজিকার ওই শত শত বেলাল, কত জায়েদ
আর অগণিত শহীদের ?
জানি আমি, পারিবে না তাহা আমি জানি।
কারণ ঃ
অভাব হবে কাগজের যদিও আছে প্রচুর,
বিক্রী হবে না তোমার এহেন নব ইতিহাস ;
আর নেক্ দৃষ্টি পড়িবে না কাহারও
তোমার উপর ;
পাইবে না খেতাব তুমি কিংবা পুরস্কার।

তাই আজি তুমি ফেলে দিয়ে সব
লিখিবার সরঞ্জাম,
আমার সাথে চলো
মৃত্যু-পথ যাত্রী লাখো-লাখো ভাই-বোনের
বাঁচাইতে প্রাণ।
ইতিহাসের নাহি কোনো প্রয়োজন
যদি তাহা না শেখায়
মানুষেরে বাসিতে ভাল।

ভালবাসা নাহি যায় প্রাসাদে বসিয়া,
প্রহরী বেষ্টিত সেথা আপন প্রাণ
কাঁদে ত্রাসেতে।
ইছ্‌লামী ভালবাসা নাহি বলি তারে,
হয়ত হবে তাহা ইহুদী কিংবা নাছারার।

মুক্তি

মুক্তি চাই আজ আমি আর কিছু নয়,
মানবতার প্রাণ-ধারা যদি বেঁচে রয়।
যত দেখি দিন রাত যত কৃত্রিম,
নর্ত্তকীর সাজ আর শত রিম্‌ঝিম্‌;
প্রাণ মোর কেঁদে ওঠে শিহরিয়া যেন
বেঁচে আছি আজো আমি মিছেমিছি কেন!

কৃষকের বুক-ভাঙা রক্ত-রাঙা খুনে,
প্রাসাদের কক্ষ মাঝে স্বপ্ন-জাল বুনে
চলিয়াছে একি আজ্‌ মহা ধূম-ধাম;
অন্ন লাগি মুছে যায় মানুষের নাম!
পৃথিবীর বক্ষে যদি বাঁচিতে না পায়,
স্বাধীনতার নামে তার কিবা আসে যায়।

মানব-পূজা

হে মানব, তুমি কোরো না পূজা মানুষের,
নিজেকেও মানুষ জেনো,
সেকথা যেও না ভুলে।
তোমারই মাঝে বিরাজিত সর্ব্বক্ষণ
তোমার চেতনে কিবা অচেতনে
সেই এক খোদা
যার নাই কোন রূপ, কোন সীমা
কোন পুত্র পরিজন ;
মানবতার মাঝে তিনি করিছেন বিরাজ।
ধন-গর্ব্বে গর্ব্বিত আর শক্তি-মদে মত্ত
সেই ফেরাউন মাঝে
মিলিবে না তাঁর সন্ধান।
কোরো না কুর্ণিশ কভু সেই মত্ত ফেরাউনে,
ঝুকাইও না শির তব জালিম বাদশার সম্মুখে।
যায় যদি যাক প্রাণ,
ধন, মান যা কিছু আছে তোমার
বাদ্‌শার রোষ-বহ্নিতে জ্ব'লে।
তবু তুমি কোরো না নিজের অপমান,
নিজ অন্তরের খোদাকে দিও না বলিদান।

দুনিয়ার বাদশাহ্ তোমারে দিতে পারে
ধন, মান, যশ আর সুন্দরী রমণী,
প্রলুব্ধ হোয়ো না তুমি
যেওনা ভুলে আপন সত্বারে তব,
তোমারই মাঝে আছেন সেই
আল্লাহ্ শক্তিমান।
ইব্রাহিমের জলন্ত আদর্শ রেখো মনে,
আগুনের মাঝে ব'সে হেসেছিলেন যিনি
অম্লান হাসি স্মরিয়া খোদারে।
তুমিও মানুষ জেনো,
ইব্রাহিমের আদর্শের বাহক তুমি
তোমার জিম্মায় আছে খোদার আমানত
তুমি করিও না তার খেয়ানত।
মানবতার সেবার মাঝে বিলিয়ে দাও তোমাকে
দিনে দিনে তিলে নিশেঃষ করি আপনাকে।
দুনিয়াতে শান্তির বাণী কর প্রচার,
পাইবে শান্তি তার মাঝে।
অর্থের সন্ধানে নিজেরে ফেলোনা হারায়ে
শয়তানের মাঝে।
জানি অর্থের আছে প্রয়োজন
কিন্তু সেতো শুধু তোমার নিজের জন্য নহে;
কোটী কোটী ভাই-বোন তোমার আছে।
সকলের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য
তোমার সঞ্চিত অর্থ দাও বিলিয়ে
আরও কর উপার্জ্জন সঠিক পন্থায়
ব্যয় কর মঙ্গলময় কাজে।

অর্থের দাম্ভিকতায় কোরো না
ফেরাউনের ঘৃণ্য অনুসরণ।
পশ্চিম আর পূব
কোনোটারই ত দেখি না মঙ্গল।
পরিণাম সেতো অতি বিষময় ;
বাঁচিবে না তোমার কোটী কোটী ভাই-বোন,
বাঁচিবে না কোনো জাতি।
আর মানব জাতিই যদি না বাঁচে
তবে তুমিও ত বাঁচিবে না এ ধরায়।
আর যদিই বা বাঁচ
তবে সে বাঁচার সার্থকতা ত নাই।

হে মানব, তোমার অন্তরের দৃষ্টিরে
কর প্রসারিত ওই সুদূরে,
চেয়ে ছাখো অনন্ত আকাশের গায়
আছে লেখা কিসের ইঙ্গিত।
আল্লাহর যা কিছু সৃষ্টি প্রিয়তম
তার মাঝে তুমিই ত প্রথম
আর তুমিই ত শেষ ;
তোমারই লাগিয়া সব সদা নিয়োজিত।
তুমি করিও না মানুষের পূজা,
আর রেখো না বাসনা তব অন্তরে
হইতে পূজিত অন্য কারো কাছে ;
চেয়ো না সম্মান।
শান্তি-বাণী—"ছালাম" সম্ভাষিও সবারে
প্রতি-উত্তরে তার কিছু নাহি যায় আসে।

কোরো না কুর্ণিশ কারো,
কিংবা তোষামদ।
অযথা করিয়া কারো গুণগান
ভিক্ষার তরে বাড়াইও না হাত তার কাছে,
কোরো না ম্লান তোমার
অন্তরের খোদাকে।
নাহি যদি পাও বাঁচিবার অধিকার,
ফেরাউন, নমরুদ জালিমের দল
তোমার উপরে যদি হয় রুষ্ট,
নাহি যদি পার তুমি শান্তিতে থাকিতে,
তবে যেও চ'লে শেষ চেষ্টা ক'রে
দুনিয়ার বুক থেকে।
তবুও মানিও না পরাজয় অসত্যের কাছে,
ফরিয়াদ করিও তুমি
সেই সচেতন সর্ব্বশক্তিময় খোদার দরগাহে।

প্রতিরোধ করিও তুমি
অসত্যের নগ্ন তরবারিকে।
নীরব ভূমিকার কোরো না অনুসরণ,
যদি ঝরে তোমার বুকের তাজা খুন,
আর শেষ হ'য়ে যায় তোমার জীবন ;
ব্যর্থ নাহি যাবে তাহা
এ ধূলির ধরায়।
শান্তি-বৃক্ষ লভিবে জনম পুনঃ
অমর হইবে সেথা চিরকাল।

09.5.92

চির চঞ্চল

কখনও স্বর্গ, কখনও নরক, এ নহে মোর বাহানা
এখন হেথায়, তখন হোথায়, মনের নেইকো ঠিকানা।
প্রিয়ার কোলেতে ঘুমায়ে পড়িনু, প্রিয়া চলিয়া গেল,
অনল মাঝেতে রহিনু বসিয়া, অনল নিভিয়া গেল।
ম্লান মুখে পড়িনু ভাঙিয়া, বিজলি উঠিল চমকি
নরক হইতে স্বর্গে চলিনু নয়ন রহিল থমকি।
সুখের লাগিয়া স্বর্গে রহিনু, স্বর্গ ত্যাজিল মোরে,
বিফল হইয়া নরকে ফিরিনু, সাজালো পুষ্প-ডোরে।
পুষ্প-পাপড়ি শুকাইয়া গেল, ঝরিল মাটীর কোলে,
মাটীর বুকটী সরস হইয়া বিরহ-বেদনা ভোলে।
আজ হোতে তাই স্বর্গ ও নরক নহে ত আমার কামনা,
আঁধারে আলোকে, শয়নে স্বপনে, প্রেমই করিব সাধনা।

মানস-প্রিয়া

আমার মাঝে বাজাও বাঁশী তুমি অনুক্ষণ,
শুন্‌তে আমি পাইগো সে সুর শান্ত যবে মন।
দিনের কাজে ভুলে থাকি চঞ্চল আনমন,
দিনের শেষে ঘুমের দেশে তোমার আগমন।
সাঁঝের বেলা তোমার স্মৃতি নিত্য বাঁশী বাজায়,
ইন্দ্রপুরীর রূপ-কুমারী চিত্ত আমার দোলায়।
তোমার আমার মিলন যবে রাত্রি-শেষের ঘরে,
হাজার তারার মধুর হাসি আমায় বরণ করে।
তোমার প্রেমের অসীম পিয়াস মেটে না ত কভু,
ভোরের বেলায় বাহুর বাঁধন শিথিল হয় যে তবু।

দুর্ঘটনা

তোমার চলার পথ হ'লো নাকো সুরু ধরণীর বুকে,
মরণের মহা ডাক ডেকে নিল ইশারায়,
সব কিছু গেছে তাই চুকে।
সিন্ধুর তরঙ্গরাশি,
মহাকাল সর্ব্বনাশী
ডুবাইল তরণী তব জীবনের প্রভাত বেলায়,
বাঁচাতে পারিনি আমি জীবন তোমার
ভাগ্যের নিঠুর খেলায়।
মরণের নিভৃত কোণে
বেদনারই জাল বোনে
অতৃপ্ত কামনা মোর নিরাশার বাতায়নে বসি।
ব্যথাতুর আত্মা তব কাঁদে আর আকাশের বুক চিরে
তারা পড়ে খসি।
অভিশাপ দিয়ো না পথিক,
দোষী নহে কেহ ঠিক ;
তোমার মৃত্যুর লাগি দোষ নহে মহান স্রষ্টার,
আমাদের জীবন-পথের আশার প্রদীপ
করুণা অপার।

সত্য ধর্ম

ধর্ম ধর্ম করিস তোরা
ধর্ম কোথাও নাই ;
ভুলে গেছিস্ আসল কথা—
মানুষ তোদের ভাই।
খোদার আসন মানব-বুকে,
সত্যি কথা জেনো,
প্রেমের ধর্ম বড় ধর্ম—
এই কথাটী মেনো।
ধর্মের নামে দলাদলি,
জুলুমবাজী ঘোর,
স্বার্থ লাগি মারামারি
গরীব মরে জোর।
পার যদি বাস্‌তে ভাল
গরীব দুঃখী জনে ;
সত্যিকারের ধর্ম-কথা
পড়্‌বে তোমার মনে।

আদমের স্বর্গ-চ্যুতি

আদম ঃ তোমা তরে আনিয়াছি প্রভু,
আমার এই ক্ষুদ্র প্রেম-উপহার ;
অন্তরের যত প্রেম, ভক্তি, কামনা, বাসনা ;
যাহা কিছু ক'রেছিনু সঞ্চয়,
সব আজি লহ তুমি প্রভু ।
তোমার প্রেমের বিরহ-বেদনা
সহিতে পারি না আর,
তোমার বিরহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আঁখি দুটী মোর যায় শুকাইয়া ।
তোমারই দরশন মাগি আমি,
কাঁদিয়াছি কত দিবস রজনী ;
নিস্তব্ধ রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে
তোমারে ক'রেছি-সাধনা দুয়ার রুদ্ধ করি ।

তুমি মোরে সৃজিয়াছ আপন প্রেম দিয়া
তুমি মোরে শিখায়েছ জ্ঞান, শিখায়েছ ভাষা
করিয়াছ কত সম্মানিত মোরে ।

তোমার সৃষ্টির যাহা কিছু সুন্দর
সবই ত দিয়েছো মোরে,
রচিয়াছ শুভ্র স্রোতস্বিনী
বহিতেছে প্রেমের মন্দাকিনী-ধারা
পাখীরা গাহিছে সব তব প্রেম-গাঁথা ;
ফেরেশতারা করে সেবা দিনরাত মোর
তোমার আদেশে।
তোমার আপন হৃদয়ের প্রেমের ফুৎকারে
আমারে ক'রেছো সঞ্জীবিত ;
তবু কেন প্রিয়তম প্রভু আমার
রাখিবে ব্যবধান তোমাতে আমাতে।
তোমার সদা দরশন, তোমার সঙ্গদানে
আমারে রাখিবে বঞ্চিত !
যদি দিয়াছ এ প্রেম, এত সম্মান
কেমনে সহিব তাহা তব বিনা দরশন !

এমন করিয়া কাঁদাইবে যদি আমারে অবিরত,
তবে কেন মোরে সৃজিলে প্রভু,
কেন তব এত আয়োজন।
কতকাল, কতযুগ কাটিবে এমনি
সঙ্গী বিহীন অন্ধকারে
ভাবিতে পারি না আর
কাঁপিছে হৃদয় মোর
স্মরিয়া তোমার নিঠুর নিয়ন্ত্রণ।
তোমার রহস্য বুঝিতে পারি না আমি
দুর্বল মানব।

প্রিয়তম প্রভু আজি ক্ষমা করো
অক্ষমতা আমার,
নিঃসঙ্গের দুঃসহ বেদনা আর পারি না সহিতে।
তাই আজ তোমার সব প্রেম, সব ভালবাসা
তোমাকেই করিনু প্রত্যর্পণ।

খোদা ঃ ওহে আদম, বৃথা অভিমান করিও না তুমি,
তোমা তরে করিয়াছি আরো কত আয়োজন ;
অযথা ভাবিয়া তুমি হোয়ো না ক্লান্ত।
সৃজন ক'রেছি তোমারে আপন হাতে
সমগ্র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম করি ;
তোমার যত কিছু প্রয়োজন সব মিটাব আমি।
তোমারে দিয়াছি আরো সৃজনী প্রতিভা
সৃজন করিবে তুমি আপন ইচ্ছায়
যত কিছু প্রয়োজন তোমার।
তুমি পারিবে না শুধু
আমার সাথে করিতে অবস্থান।
আমার সমগ্র প্রেম বহিবারে পারিবে না তুমি,
আমার সমগ্র তেজ পারিবে না সহিতে
তোমার হৃদয়-কন্দর।
আমার দীপ্তির তেজে জ্বলিয়া হইবে ছাই
তোমার ওই সুশোভিত উদ্যান।
আমার দর্শনের অভিলাষ রেখো না আর
তোমার মনের মাঝে।

চেয়ে দ্যাখো তোমার পাশে রয়েছে দাঁড়ায়ে
সৌন্দর্য্যের প্রতিমা ওই যে নারী,
তোমা সনে সে করিবে অবস্থান চিরকাল
তোমারে করিতে আনন্দ দান ;
তোমারই সাথে সে করিবে খেলা
আমার এই বিশাল স্বর্গ-রাজ্য-মাঝে।
কভু তুমি করিও না অবহেলা তারে
সে তোমারে যোগাবে সুধা
আপন প্রেম দিয়া আর আপন পরশে।

শান্তির অমর কাননে তোমরা করিবে অবস্থান
অনন্ত কালের লাগি।
তোমার নিঃসঙ্গ জীবন মাঝে
পাইবে শান্তির সন্ধান।
এই বিশাল স্বর্গ-রাজ্যের অধীশ্বর
তোমরা দুজনে ;
ফেরেশতারা করিবে সেবা সদা তোমাদের।
আমার সমগ্র সৃষ্টি নিয়োজিত করিলাম
তোমার আদেশ প্রতীক্ষায়।

ওহে আদম, তবু তোমারে আমি করি সাবধান,
তোমরা যেওনা কভু ওই বৃক্ষতলে
সর্ব্বদা রাখিও মনে ওই বৃক্ষটীরে
নিষিদ্ধ নিশ্চিত।

শয়তান রহিল শুধু তোমার প্রতিদ্বন্দী এক
কভু সে বশীভূত হইবে না তোমার
প্ররোচিত করিবে তোমায় আমারে ভুলিতে
আর ওই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল-ভক্ষণে
করিবে প্রলুব্ধ তোমাদের।
মনেতে জাগাবে কামনার বাসনা
নারীত্বেরে করিতে সদা অপমান।
শয়তান যখন করিবে উত্তেজিত
তোমাদের দেহের প্রতি রক্ত-কণিকারে
তখনই আমার স্মৃতি রাখিও
বক্ষমাঝে তোমাদের
পাইবে পরিত্রাণ,
হইবে না স্বর্গ-রাজ্য-চ্যুত কভু।
আর যদি ভুলে যাও মুহূর্তলাগি
আমার আদেশ ও নিষেধ,
এই বিশাল স্বর্গ-রাজ্য হইবে বিলীন
মায়া-মৃগ সম মুহূর্ত মাঝে।
যদি হ'তে পার জয়ী এই পরীক্ষায়
পাইবে আমারে তোমরা অনন্ত-কালের লাগি
প্রেমরূপে মূর্ত্ত হয়ে উঠিব আমি
তোমাদের দোঁহার নয়ন পথে ;
স্বরগের সর্ব্ব সুখ তুচ্ছ বলে মনে হবে
তোমাদের কাছে।
আমার প্রেমের ছায়াতলে করিবে অবস্থান
অনন্ত কাল ধ'রে আরও এক
মনোরম উদ্যানে।

10.5.75

শয়তান ঃ ওহে সৌন্দর্য্যময়ী নারী,
কিবা দাম তব ওই রূপের ছটায়,
যদি তুমি নাহি পার করিবারে ভোগ
ওই অমৃতসম ফলটীরে।
যদি পার তুমি করিতে ভক্ষণ
শুধু একটীবার অতি সংগোপনে
দেখিতে পাইবে তুমি এই স্বর্গ-রাজ্য-সুখ তুচ্ছ অতি।
চ'লে এসে দেবী আমার সাথে
শুধু ক্ষণিকের লাগি
আমার এ খবরের করিতে পরখ
আদমের অগোচরে।
বঞ্চিত রহিবে কেন নারীত্বেরে করিতে অনুভব
তোমার দেহের রক্ত-কণিকায়।

(নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের পরে)

আদম ঃ একে তুমি মায়াবিনী নারী!
আমার সর্ব্বস্ব তুমি কোরেছ আত্মসাৎ ?
আমারে কোরেছ অতি দুর্ব্বল ?
কোথায় চলিয়া গেল স্বপ্ন-সম সব
বাগিচার যাবতীয় সম্ভার ?
ফেরেশতারা নাই কেন আর হেথা দাঁড়াইয়া
আমার আদেশ-প্রতীক্ষায় !
একি দেখি নগ্ন-মূর্তি আজ আমাদের
দেখিতে বীভৎস অতি, অতি কদাকার !
আজি হইতে বিতাড়িত হইয়াছি মোরা
স্বরগের সুখরাজ্য হ'তে।

বিধাতার সাবধান বাণী
গিয়েছিনু ভুলে তোমার সৌন্দর্য্য-মায়ায়।
শয়তান হইয়াছে জয়ী
তাহার প্রেম-ছলনায় তোমার কাছে
আমার অন্তরালে।
আর তোমার সৌন্দর্য্য-মায়া
যেন শয়তানের প্রতিমুর্ত্তি হ'য়ে
উঠেছিল ভেসে আমার নয়ন পটে।
তাই মোরা হইয়াছি অপরাধী
বিধাতা সমীপে
ফল-ভক্ষণ করিয়াছি ওই নিষিদ্ধ বৃক্ষের,
প্রভুর সতর্কবাণী করিনি স্মরণ
বিভ্রান্ত হ'য়েছিনু ক্ষণিকের লাগি
তোমার রূপের মোহে।
অপরাধী নহ তুমি একাকিনী ঠিক
আমিও অপরাধী সম।

(আল্লাহ্‌র উদ্দেশে)
প্রভু, ক্ষমা করো আমাদের এবারের মত,
নিজের অযোগ্যতার হ'য়েছে প্রমাণ।
মুহূর্ত্ত লাগিয়া আমি ভুলেছিনু তোমারে
তোমার অবদান নারীর সৌন্দর্য্য-মায়াতে।
তোমার স্বর্গরাজ্য হ'য়েছে কলুষিত
আমাদের অপরাধে।
আমারই কর্ত্তব্য ছিল রাখিতে সাবধান ওই নারীকে
শয়তানের মায়াজাল থেকে।

শয়তান তারে কোরেছে বিভ্রান্ত,
আর আমিও হ'য়েছি প্ররোচিত
ভক্ষণ করিতে ওই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল।
প্রিয়তম প্রভু সুমহান,
শুধু ক্ষমা করো এই বার,
স্বর্গ-রাজ্যে দাও পুনঃ প্রবেশ অধিকার ;
কভু আর ভুলিব না তোমার প্রেম,
নিষিদ্ধ বৃক্ষতলে যাইব না আর।

খোদা : ওহে ভ্রান্ত মানব, বৃথা মিনতি তোমার।
নিজ প্রেম দিয়া তোমারে করিনু সৃজন,
মহত্ত্বের গৌরব আসনে বসাইয়া তোমারে
রাখিনু এই বিশাল স্বর্গ-রাজ্যে মোর।
তোমার নিঃসঙ্গ জীবন সুধাময় করিবারে
করিলাম সৃজন এই নারীটিকে,
সাবধান করিয়া দিলাম
শয়তানের চক্র হইতে বাঁচাইতে তোমারে।
তবু তুমি কেমনে করিলে মোর এত অসম্মান
ফেরেশতা সম্মুখে।
আজি হ'তে নাই আর তোমাদের কোন অধিকার
আমার এ স্বর্গ-রাজ্য-মাঝে।
তোমাদের বাসভূমি হইয়াছে নির্দ্ধারিত
নিম্ন ধরাতলে।

তোমরা করিয়াছ যে অপরাধ
তাহার প্রায়শ্চিত্ত লাগি
তোমাদের মাঝখানে রাখিলাম ব্যবধান
এক মহাসমুদ্রের।
দূরত্বে রহিয়া দু'জনে করিবে অনুতাপ,
আর কাঁদিবে দিবস-রজনী
ভাসাইয়া বুক নীরব অশ্রু-জলে।
তারপর শতবর্ষ পরে হইবে মিলন
পুনঃ তোমাদের ওই ধরাতলে।
সেখানে রচিবে তোমরা স্বর্গ্যোদ্যান নব,
তোমাদের শান্তির তরে
তোমাদেরে দিব আমি
তোমাদের নব-মিলনের মহান স্বাক্ষর
পুত্র কন্যা শত।
শতবর্ষের বিচ্ছেদের বেদনা ভুলিবে তখন
করিয়া প্রিয়-মুখ দরশন।
তবু পুনঃ করি সাবধান
ভুলে যেও না মোরে করিতে স্মরণ
তোমাদের শত সুখ-দুঃখ মাঝে।
আমার প্রেমের স্মৃতিটুকু রাখিও ধ'রে
তোমাদের বুকের ভিতর।
নারীরে বাসিও ভাল, রাখিও সাবধানে,
করিও না তাহারে পূজা
বসাইয়া আমার আসনে ;
নারীত্বের আর সৌন্দর্য্যের কোরো না অপমান
নগ্নতার বীভৎসতায় টেনে এনে তারে।

নারীত্বের মাঝে আর সৌন্দর্য্যের মাঝে
সদা বিরাজমান রহিয়াছি আমি।
তোমার পৌরুষেও আমি সদা বিরাজিত,
দুর্ব্বলেরে বাচাইবে তুমি আর
শয়তানে দানিবে আঘাত।
ধরাবক্ষের যত কঠিন কর্ম্মভার
রহিল অর্পিত তোমা পরে।
আর নারী সে করিবে তোমার সেবা
তোমার কর্ম্ম-ক্লান্ত হৃদয়টীরে করিতে শান্ত।
নারীরে রেখো না তুমি অন্ধ-কারাগারে
শুধু তোমারে পুজিতে ধরামাঝে
পুনঃ দিও না ছাড়িয়া তাহারে শয়তানের বাহুপাশে।
তোমরা দু'জনে মিলে করিবে সাধনা মোর
জ্ঞান-গরিমায় হবে অতুলনীয়।
তুমি করিবে দূর বিশ্বের যত গ্লানি
আপন বাহু-বলে।
নারী সে করিবে সিক্ত বিশ্বের তপ্ত-বক্ষ
আপন সৌন্দর্য্য সুষমায়।

নারীর নগ্নতা আর তোমার ভীরুতা
জানিবে পাপ নিশ্চিত।

শিখাইয়া দিও তুমি তব পুত্র-পরিবারে
সম্পদের মোহে যেন ভোলে না আমারে,
পাপ আর অনাচার, ব্যভিচারে
যেন করে না তারা ধরণীরে পুনঃ কলুষিত
যেমন ক'রেছো তোমরা এই স্বর্গ টীরে।

ঐশ্বর্য্যের মোহ যেন রাখে না দূরে
আমার প্রেমের স্মরণ-হোতে।
সম্পদের মোহ আর নারীর অবাধ মিলন
পুরুষের সাথে
ধ্বংসেরে আনিবে টানিয়া ধরা-বক্ষে পুনঃ।
অনাচারে ধরণী-বক্ষ যখন উঠিবে ভরিয়া
মহাধ্বংসের কবল হইতে পাবে না কেহ পরিত্রাণ।
জড়ের পূজা যদি তারা করে আর ভুলে যায় আমারে,
আত্মারে করে তারা অপমান,
অর্থ আর নারীর সম্ভোগ আয়োজনে
ডাকে যদি শয়তানে তারা,
নারীর পবিত্রতারে করে অসম্মান
মানুষের অধিকারে করে বঞ্চিত ;
নিশ্চিত জানিও তবে—
হবে না, হবে না, হবে না কভু তাহাদের ত্রাণ
আমার এ হাতে।
আমার সৃষ্টি-রাজ্য ছাড়ি
পালাইবার নাহি কোন ঠাঁই কাহারও তরে।

একটি গানের আসরে

শোভা, তোমার সভায় আমি
গাইনি কোনো গান ;
তাইতো আজি তোমার কাছে
এইটুকু মোর মান।
পথের যাত্রী পথেই যাবো
পথেই বেচাকেনা ;
স্মৃতি-পথে রইবে আরও
একটী মুখ চেনা।
অনেক কিছুই ব'লতে আসা
হয়নি কিছুই বলা,
চৈত্র-দিনের প্রখর রোদে
শুধুই এপথ চলা।

ঈদের খুশী

ঈদ এলো ঈদ এলো ঈদ এলো আজ,
গাও সবে খোশ্ গীতি আজ নয় কাজ।
বেহেশ্তী আশীর্ব্বাদ সকলের তরে,
ছোট নাই বড় নাই হাতে হাত ধরে।

ওই দ্যাখো আছমানে নবী আমাদের,
খুশী তিনি দেখে সব খুশী মুমিনের।
আজ সবে তাঁর পরে দাও তছ্লিম,
দুনিয়ায় যেথা আছ যত মুছ্লিম।

গরীবের মুখপানে চাও আজি সব,
খুশী হবে খোদাতা'লা জগতের 'রব্'।
খুশী চলে ধরাময় মুমিনের মাঝে,
বুকে হাতে মিলো সবে সাজি নব সাজে।

ছোট বড় সবে আজি মিলিবার সাধ,
নাহি আজি নাই কোন কলহ বিবাদ।
আজিকার উৎসবে যাও ভুলে ভেদ
মনে যেন কারো কোন নাহি থাকে খেদ্।

গরীবের তরে যার নাহি জাগে প্রাণ,
আজিকার ঈদ তার হ'বে ম্রিয়মান।
হাশরের দিন যদি নাহি চাও লাজ
ছোট বড় মিলে সবে খুশী কর আজ।

কওমী সঙ্গীত

(চল্‌রে-চল্‌রে-চল্‌রে-চল)

অগ্রপথের যাত্রীদল,
দুঃখ-দৈন্যের ভাঙ্‌ শিকল
নূতন যুগের স্রষ্টাদল
তোল্‌ কাঁপায়ে ধরণীতল।

শত্রু-বুকে করি আঘাত,
আমরা ঘুচাব দুখের রাত,
সৃষ্টি করিব নব প্রভাত
জীবনে আনি নূতন বল।

পাকিস্তানের সিপাই যত,
দূর করিব বিঘ্ন শত
কামাল, খালিদ, আলীর মত
আমরা নবীন সৈন্যদল।

সাম্যের বাণী আমরা গাই
কোথাও যেরে শান্তি নাই
বিশ্ব-বাসীর মুক্তি চাই
সবার প্রাণে দানিয়া বল্‌।

আয়রে সবাই আয় ছুটে,
চাষী, মজুর আয় জুটে,
ঘুমের নেশা ফ্যাল্ টুটে
জীবন কেন যায় বিফল।

বাঁচ্‌বো মোরা বাঁচ্‌তে হবে
উচ্চ শিরে রইবো ভবে
মর্‌তে যদি হয়রে তবে
মর্‌বো গিয়ে মাটির তল।

পাকিস্তানের শ্যামল বুক
আমরা আনিব শান্তি-সুখ
দূর করিয়া দৈন্য-দুখ
মুছাব সবার অশ্রু-জল।

যাবে যদিরে যাক্ পরাণ
আমরা বাঁচাবো জাতির মান
কায়েম রাখিব পাকিস্তান
ফলিবে হেথা শস্য-শ্যামল।

মুকুল মার্চ্চ

আমরা মুকুল দল—
আমরা তরুণ, আমরা সবুজ, আমরা মুকুল দল,
পাকিস্তানের আমরা সিপাই চল্‌রে আগে চল্ ॥

আমরা মুকুল দল—
ব'ক্ষে মোদের লক্ষ আশা মনে অসীম বল্ ;
চ'ক্ষে মোদের নবীন আলো শক্ত পদ তল্ ॥

ধরার যত পাপ কালিমা হিংসা কোলাহল,
দূর করিব আমরা সবাই চল্‌রে আগে চল ॥

আমরা বীর, আমরা ধীর, আমরা সেবকদল,
দুঃস্থ জনে সুস্থ করি চল্‌রে আগে চল্ ।

আনছার মার্চ্চ

আনছার মোরা বীরের দল্,
জোর কদম চল্‌রে চল ।
ভয় করি না আমরা কারো
ভয়ে কাঁপুক শত্রু দল্ ॥

সাম্যবাদের জয়ের গান,
গাওরে সবে নও-জোয়ান ।
আমরা রাখি দেশের মান
আমরা জাতির সেবক দল্ ॥

দেশের যত গরীব আতুর
দুঃখ সবার করবো দূর ;
জিন্দেগীর এই নূতন সুর
যাওরে গেয়ে বীরের দল ॥

জিন্দাবাদ—পাকিস্তান
মোদের বাণী জিন্দেগীর ।
সবাই মিলে জোর্‌ছে গাহো,
আন্‌ছার—আমরা বীর ।

আয়রে ছুটে ভাই ও বোন্,
রইবি কেন ঘরের কোন ;
জীবন পথের শক্তি মোদের
যায়রে কেন, যায় বিফল ॥

কাওয়ালী

(১)

ভোরের পাখী গুলবাগে আজ উঠলো ডাকি নয়ন খোলো।
উষার আলো দেয় যে উঁকি, পূব আকাশে ভোর হোলো ॥

বুলবুলি ফের কোন্ আশাতে উঠলো মাতি পান্-শালাতে,
ঘুম্-সাকীগো ঘোম্টা খুলি নূতন সুরে তান তোলো ॥

শ্রান্ত পথিক বন্ধু কিগো ক'র্ছো আরাম ভোর বেলায়,
নও-জোয়ানির কুঞ্জবনে দুখের নিশি আজ ভোলো ॥

লুকিয়ে রাখে গোলাব-কুঁড়ি সবুজ পাতায় লাল শারাব,
লজ্জাবতী লুটিয়ে গেলো কোন্ ব্যথায় গো, বন্ধু বলো ॥

অরুণ রবির রঙীন হাসি একটু বাদে উঠবে ফুটে
ফাগুন হাওয়া কহিছে আসি, বন্ধু জাগো, ভোর হোলো ॥

কাওয়ালী

(২)

চল্ মুছাফির চল্‌রে আজি চল্ মদিনার রওজা পানে।
যেথায় আছেন তোর নবিজী ঘুমিয়ে যে ঐ গুলিস্তানে ॥

দিবিরে ফুল শিরে ধরি নবিজীর ওই রওজা-পাকে
হয়ত নবী দূরে থাকি হাত বাড়াবেন আশীষ দানে ॥

ওই যে আজি কাবার ঘরে ভিড় ক'রেছে তাঁর প্রেমিক।
দরুদ-কালাম প'ড়ছে তারা সবাই মিলে মধুর তানে।

বিশ্ব-বাসী হাজার মুছ্‌লিম নগ্ন-পদে নগ্ন-শিরে
"লাব্বায়েক" ব'ল্‌ছে কেঁদে আর্‌ফাতের ওই ময়দানে ॥

বেহেশ্‌তে আজ খুশীর তুফান বইছে কিরে বে-হিছাব্
ফেরেশ্‌তারা ক'র্‌ছে মুখর আজ্ নবিজীর জয়গানে ॥

কাওয়ালী

(৩)

তিমির রাতের আঁধার টুটে, আশার আলো উঠলো ফুটে।
ইছ্‌লামের ওই ঝাণ্ডা ল'য়ে পাক-সেনানী আয়রে ছুটে ॥

আজ্‌ যে কাবার মিনার চূড়ে "লা-শরীকের" ধ্বনি উঠে,
যেথায় যে জন রইলি তোরা, আয় ছুটে সব আয়রে জুটে ॥

আরব-আজম তুর্কী ইরাণ, নয়রে আজি নয়রে বিরাণ,
পাকিস্তানের পাক ভূমে সব, আন্‌রে আজি আন্‌রে ঈমান্‌ ॥

গোলামীর ওই বাঁধন ছিঁড়ে, পাষাণ কারার বক্ষ চিরে,
পাকিস্তানের গান গেয়ে যাও, নও-বেলালের কণ্ঠ লুটে ॥

গরীব আতুর ওঠ্‌রে জেগে, ধনীর দুলাল দ্যাখ্‌রে চেয়ে,
পাক কলেমা পড়্‌রে সবে জড়তার ওই কণ্ঠ টুটে ॥

অতীত দিনের দুখের স্মৃতি, বইছো কেন নিতি নিতি,
আজ্‌কে যত জ্ঞানের আলো, বিশ্ব-বাসী নেয় যে লুটে ॥

কাওয়ালী

(৪)

আমারে গান গাওয়ালে পানশালাতে কেগো মোহিনী।
কথার ছলে মন ভুলালে, কুল ভাঙালে, বন-হরিণী॥

আমার এই শান্ত বুকে ঢেউ তুলিলে তুমি মায়াবী,
গোপনে চোখে চোখে জাল বিছালে কেন যোগিনী॥

তোমার ওই আবেশমাখা কাজল চোখে কতই না যাদু,
হিমানীর পরশ দিয়ে ঘুম ভাঙালে ওগো রোহিনী॥

বরষার কাজল-ছায়ায় স্বপন-মায়ায় কে যে বিবাগী
পান্‌শালাতে গান গাওয়ালে গান শুনালে অভিমানিনী॥

আজিকে দ্বার খুলে দাও প্রাণ সখিরে তব কুঞ্জবনে
সেদিনের স্বপন স্মৃতি-করুণ গীতি বাজায় রাগিনী॥

কাওয়ালী

(৫)

ঘুম ছেড়ে ফের উঠ্‌লো কিরে আজ্‌ বেলালের কণ্ঠ জাগি।
হাঁক্‌ছে কে ওই দিকে দিকে বিশ্ব-বাসীর মুক্তি লাগি ॥

জাগ্‌ মুছাফির জাগ্‌রে ওরে বিশ্বে ছোটে প্রলয় পবন,
খোদার ঘর ওই কাবার পানে আয় ছুটে সব শরণ মাগি ॥

বাজ্‌লো শিঙা ইস্রাফিলের রোজ কিয়ামত্‌ নয়রে দূর
রোজ্‌-হাশরের ময়দানেতে কেউ কারো নয় দুখের ভাগী ॥

মুছ্‌লিম আজি নাই যদি কেউ কিসের তরে দুনিয়া ফের্‌
হাম-দর্দী নাই যদিরে আসুক সবাই গৃহ ত্যাগি ॥

জাগ্‌বি যদি জাগরে ওরে, মুছলিম তোরা ওঠ্‌ জেগে
আজান শেষে আর ত সময় পাবি না ফের ভিক্ষা মাগি ॥

কাওয়ালী

(৬)

আমার নবী মোহাম্মদ।
দুঃখের বন্ধু, ব্যথার সাথী
নিখিল ধরার প্রেমাস্পদ ॥

ধরণীর বুকে এলো যারা,
ও নাম জপে সবাই তারা
মুক্তি-বাণী যে গেল গেয়ে,
কত ব্যথা আঘাত পেয়ে ;
(ও যে) আমার নবী মোহাম্মদ ॥

কত রাজার রাজা যিনি
ক্ষুধার জ্বালায় কাতর তিনি ;
তাঁর দয়া যে সবার পরে,
অঝর ধারায় সদাই ঝরে ;
(ও যে) আমার নবী মোহাম্মদ ॥

তাঁরই প্রেমের পরশ লাগি,
জীবন ধ'রে ভিক্ষা মাগি ;
কত সাধনারি ধন তিনি,
(ও যে) আমার নবী মোহাম্মদ ॥

গান

(১)

ভোরের আজান শোন্‌রে ওরে
তোরা ভাঙ্‌রে ঘুম-ঘোর।
ওঠ্‌রে ওরে দ্যাখ্‌রে চেয়ে
ওই দীনের আঁখি-লোর ॥

বিশ্ব যখন কর্ম্মে মগন
মিছে তুমি দেখ্‌ছো স্বপন
মোহ-নিশার কারাগারে—
আজি রাত্রি হোলো ভোর ॥

কাঁদে যে তোর ভাই ও বোন
কাঁদে আজি আকাশ পবন,
তোমার পানে রহিছে চাহি
মুক্তি চাহে সবার মন।

চৈতী হাওয়া চ'লছে গাহি ঃ
মুক্তি চাহি, মুক্তি চাহি,
আয় ছুটে রে ছেড়ে আজি
প্রিয়া-মোহ বাহু ডোর ॥

গান

(২)

যাবার বেলায় প্রিয় আজি
কেন ফিরে চাও।
পথের বাঁকে সাঁঝের বেলা
তুমি চোলে যাও ॥

করুণ তোমার আঁখি দু'টী
চায় যে কেন মিটিমিটি
এম্‌নি কোরে আমার পানে,
তারে ফিরে নাও ॥

প্রেমের পথে কত ব্যথা
আমার লাগি হায়,
সয়েছো তুমি কত কথা
মরম বেদনায়।

আমার দেওয়া যত আঘাত,
কত দুঃখ দিন ও রা'ত ;
তাই নিয়ে তুমি প্রিয়,
যাও চোলে যাও ॥

গান

(৩)

পথিক মোরা চো'ল্‌তে পথে
শুধু পথের পরিচয় ।
বোলেছিলে একটী কথা
প্রিয় তাই মনে রয় ॥

ওই যে মোদের একটু দেখা,
জেগেছিলো প্রেমের রেখা,
হয়তো ছিলো মিলন-লেখা
আজি তাই মনে হয় ॥

শরতের সন্ধ্যাকাশে
একটু চেনার আবছায়াতে ;
ফাগুনের মদির-হাওয়া
তুল্‌লো কাঁপন মোর হিয়াতে ।

চাঁদিমার মায়ার খেলা
নাইতো কিছু অবহেলা
চ'লে গেলে সন্ধ্যাবেলা
স্মৃতি তবু জেগে রয় ॥

গান

(৪)

যেদিন আমি রইবো নাগো
এই ধরণীর কুঞ্জবনে।
সেদিন তুমি গান গেয়ো গো
আমায় নিয়ে আপন মনে ॥

রইবে যখন আপন-ভোলা
চাঁদের আলো দেবে দোলা
ফুল পরীরা ঘোমটা পরি
কইবে কথা তোমার সনে ॥

ফাগুন হাওয়া নিতিনিতি
বইবে যবে তোমার প্রাণে,
গান পাঠিয়ো তার কাছে গো
থাক্‌বো তোমার গানে গানে।

আর কেঁদোনা দিল্ পিয়ারী
সন্ধ্যা-রাণী ফুল-কুমারী
মিলন হবে তোমায় আমায়
তোমার মনের গহন কোণে ॥

গান

(৫)

আশা নিরাশার দোদুল দোলায় ওগো প্রিয়তম ;
স্মরণ তোমার তুলিছে তুফান আজি প্রাণে মম ॥

ঘনঘোর বরষার বাতায়নে
যবে বাদল নামে সমীর সনে
পরাণ আমার কাঁদিয়া আকুল সাথী-হারা পাখী সম ॥

আজিকার এই বিরহ ব্যথার সাগর-তীরে,
নিরাশ আশায় পাপিয়া মিছে কাঁদিয়া ফিরে ।

গোধূলির স্বপন-ঘেরা মায়ার কারা
বাদল দিনে কাঁদায় এমন বিরহী যারা
পরাণ আমার কহিছে কাঁদিয়া, ওগো প্রিয়তম
ক্ষম মোরে আজি ক্ষম ॥

গান

(৬)

অন্ধকারের বক্ষ টুটে
আলোর পথে এলো যারা,
নও-জামানার নবীন আলো
আন্বে লুটে আজ তারা।

অধর-পুটে দীপ্ত হাসি,
মূর্খতারই পাপ নাশি'
আস্ছে ছুটে নর-নারী
গ'ড়বে নূতন জীবন-ধারা।

শক্তি তাদের রুখ্তে পারে
ধরায় এমন কেউ কি আছে,
মুক্তি-আশায় পাগল যারা
জাগ্লো জীবন তাদের মাঝে।

জাগ্বে জাতি তাদের ছোঁয়ায়
ধন্য হবে জ্ঞান গরিমায়
ধন্য হবে দেশের মাটি
ভাঙ্বে যত বাঁধন-কারা।

গান

(১)

কেমন কোরে বাঁধবি তোরা আমায় ওরে।
আজ্‌কে রাতের স্বপন শেষের মধুর ভোরে ॥

কে যে কেন বারে বারে
গোপন-বীণার ছিন্ন তারে
ফুলের দোলায়, দোলায় মোরে দোলায় মোরে ॥

প্রাণের মাঝে কি যে পরশ
ফোটায় কুসুম জাগায় হরষ
স্বপন মায়ায় জাগায় মোরে
বাঁধ্‌তে আমায় মিলন ডোরে ॥

বিজন বনে গভীর রাতে
ঝিমিয়ে আসা নয়ন-পাতে
সে যে আসে নূপুর পায়ে
জাগায় মোরে ভোরের বায়ে
কেমন করে বাঁধবি তোরা আমায় ওরে ॥

গান

(৮)

তুমি যে পথে গিয়াছ চোলে
আমি সে পথে রহিব চেয়ে ।
তুমি আসিবে ফিরে গোধুলি বেলায় সেপথে গেয়ে ॥

তব ফেলে যাওয়া মালাখানি মোর ।
রেখেছি তুলে জেগে নিশিভোর ;
তুমি আসিবে যবে শেফালি-তলে, তারে নিও চেয়ে ॥

তব সনে মোর ক্ষণিকের পরিচয়,
তারি মাঝে হায় প্রীতির সঞ্চয় ;
জেগে থাকি তাই যবে বাদল নামে আকাশ ছেয়ে ॥

ভুলে যেও প্রিয় সব অভিমান
মনে রেখো শুধু মোর দু'টী গান
তুমি আসিও ফিরে দুয়ার খুলে এ পথে গেয়ে ॥

গান

(১)

সেই কথাটী যাইগো ভুলে যাই,
মনের কোণের গোপন দ্বারে
পায় না কেন ঠাঁই।

সেই যে কবে সাঁঝের বেলায়
ফাগুন বনের বকুল তলায়
কানে কানে বোলেছিলে
সঠিক মনে নাই।
অকারণে বারে বারে
ভুল যে কোরে যাই॥

হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি-মায়ার মুক্ত-আকাশে ;
ছন্দ-হারা ব্যাকুল কায়ার গোপন বিলাসে
পুলক-হারা শিহরণে
স্বপন-মধুর জাগরণে
বারে বারে ভুল যে কোরে যাই।
অন্ধকারের পথের মাঝে পথ যে নাহি পাই॥

গান

(১০)

হেথায় আমায় আস্‌তে দিও
সাঁঝের বেলায় প্রভু।
তোমার কাছে চাওয়া পাওয়া
এইটুকু মোর শুধু ॥

তোমার দ্বারে আমার আসা
রইবে জেগে ভালবাসা
হয়নি বলা যে কথাটী
ব'ল্‌তে দিও তবু ॥

তোমার সভার পাশে আমার
আসন খানি দিও পাতার
সবার পিছে রইবো আমি
দেখ্‌বে তুমি কভু ॥

হেথায় আমি রইছি বাঁধা
রইছে আমার পরাণ আধা
আস্‌তে আমায় দিও প্রিয়
এইটুকু চাই শুধু ॥

গান

(১১)

তব আঁখি-পাতে যবে উঠেছিল ফুটে
সেদিন আমার ছবি ।
শরতেরই সেই সজল মেঘ তায়
ভুলিয়া যাবে কি সখি ॥

ছল ছল তব আঁখির ভাষা
দুরু দুরু তব ভীরু ভালবাসা
পরশে তাহার উঠেছিল গাহি
জাগিয়া নূতন কবি ॥

তোমারই পাশে ব'সেছিনু আমি
একটী কথার তরে,
হাতখানি তাই নিয়েছিলে তুলে
তোমার হাতের পরে ।

অন্তর তব উঠেছিলো দুলে,
কেন সেই পাষাণ বেদীর মূলে,
আঁখি দু'টী ছিল মোর আঁখি পরে
পূরবে জাগিল রবি ॥

গান

(১২)

ওগো আমার স্বপন-প্রিয়া
দুয়ার খোলো আজি এ রাতি।
যাও ভুলে সব দুখের স্মৃতি
আঁধার ঘরে জলুক বাতি ॥

তোমার গানের সুরে সুরে
আমার প্রাণের আঁধার পুরে
চৈতী হাওয়া চমকি আসি
মদির সম উঠুক মাতি ॥

চাঁদিনী রাতে শিউলি তলে
শিশির ঝরে কাঁদার ছলে
বুলবুলি তাই আস্‌লো ছুটে
দিতে মালা প্রিয়ার গলে।

দুয়ার খোলো অভিমানী
অশ্রু-মালা বক্ষে টানি'
চাঁদিনী রাতে মদির-হাওয়া
আন্‌ছে ডাকি প্রণয়-সাথী ॥

গান

(১০)

চাঁদিনী রাতে
মধুর বা'তে
        কার পানে চাওগো কার পানে চাও।

নীরবে শুধু
ফুলের মধু
        পান করি নাওগো পান করি নাও॥

কুঞ্জবনে কুসুম কলি
ভ্রমর সনে কথা না বলি
কিসের লাগি
রহিছে জাগি;
        পিয়া সনে ধাও গো পিয়া সনে ধাও॥

পাতার ফাঁকে সরমে মরি
সে যে কাঁদে তোমায় স্মরি
লুকাবে কোথায়
বিরহ ব্যথায়
        আঁখি মুছে দাও গো আঁখি মুছে দাও।

গান

(১৪)

প্রভাতে সেদিন তুমি ডেকেছিলে গো
নয়নের নীরব ভাষায়
অন্তর মম উঠেছিল ভরে
কি জানি নতুন আশায়।

প্রভাতের সমীর জানে
যে সুর বাজে প্রাণে
তারই গান গাহিছে পাখী
বকুলের ফুল শাখায়।

তুমি আর আমি প্রিয়
কত কাছে তবু দূরে
ভেসে যায় মন্‌টী যেন
কোন্‌ সে দেশে বিরহ-সুরে।

জীবনের এই যে দোলা
সেতো কভু যায় না ভোলা
পাখীর ওই গানে কেন
এমন কোরে মন দোলায়।

গান

(১৫)

তোমার তরে রইবো জেগে
আজকে সারারাতি,
আসবে তুমি সেই আশাতে
জালিয়ে প্রেমের বাতি।

আঁধার ঘরে একলা আমি
কাণ পাতিয়া ওগো স্বামী
তোমার আশায় দিন গুনিয়া
অশ্রু-মালা গাঁথি।

পথে যখন পথিক চলে
তারে ভাবি, তুমি ব'লে
যায় চ'লে সে আপন মনে
সেত নয়রে আমার সাথী।

সাঁঝের বেলা কোকিল ডাকে।
বনের মাঝে লুকিয়ে থাকে।
আমায় দেখে হাসে বুঝি,
মনের সুখে মাতি।

গান

(১৬)

নদীর বুকে চাঁদ হাসে ওই
ঝিলমিলিয়ে যায়।
ঢেউয়ের দোলা আমার প্রাণে
রঙ্ লাগিয়ে হায় ॥

রাতের দেশে স্বপন শেষে,
কে যে আসে মধুর হেসে ;
পাশে আমার বসে এসে
মৃদুল ফাগুন-বায় ॥

ঢেউয়ের দোলায় চাঁদের হাসি,
উছলে পড়ে আলো,
শিউলি ফুলের গন্ধ আসে
তাই যে লাগে ভাল।

চাঁদের হাসি ভালবাসি,
তাইতো হেথায় নিত্য আসি ;
ঢেউয়ের দোলায় দুল্‌বো ভাসি
নদীর কিনারায় ॥

গান

(১৭)

স্মৃতির তীরে পাইগো শুধু
তোমার অবহেলা,
আমারে নিয়ে তুমি প্রিয়
খেলেছিলে খেলা।

প্রেম নহে প্রিয়, প্রেম নহে কভু,
মিছে মায়া তব, মিছে কাঁদি তবু,
আঁখি ভেসে যায়, শুধু অভিনয়
আজি এ বিদায় বেলা।

মনে পড়ে প্রিয় আজি, কত কথা গান,
শরতের শিউলি তলে মান অভিমান।

ভালবেসে প্রাণে আমি যত ব্যথা পেনু,
তাই নিয়ে প্রিয় আজি দূরে চ'লে গেনু।
শুধু ব'লে যাই প্রিয়, হৃদয় নিয়ে তুমি
করো না আর খেলা॥

গান

(১৮)

আশা নিয়ে জেগে থাকি
প্রেমের বিরহ-তীরে।
ব্যথা নিয়ে খুঁজে ফিরি
ভাসিয়া আঁখি-নীরে॥

আঁধার ঘরে এক্‌লা আমি,
কাঁদি বসি' দিবস-যামী,
দখিন হাওয়া কহে আসি
আস্‌বে তুমি ফিরে॥

চৈতী রাতে মোহন সুরে
কে যে বাজায় বাঁশী,
শিউলি তার সুবাস আনে
তাইতো ভালবাসি॥

মন যে আমার থাকি থাকি
কহে মোরে ডাকি ডাকি
আস্‌বে তুমি, আস্‌বে প্রিয়,
আস্‌বে তুমি ধীরে॥

গান

(১৯)

তোমার সেই গানখানি গো
গেয়ে যাই বারে বারে।
লুকিয়ে যদি এসো হে প্রিয়
সে গান কভু শুনিবারে ॥

ফাগুনের ফুল-শাখে,
আশা জাগে কুঁড়ির ফাঁকে
বাগিচার বুলবুলি সে
দেয় যে দোলা লুকিয়ে তারে।

জোছনারই মায়ায় আজি
"কুহু" ডাকে বনের পাখী,
ভেসে যায় ভাবনা আমার
গানের সুরে থাকি থাকি।

আসে ওই ফাগুন হাওয়া,
মনে মোর লাগায় ছোঁওয়া,—
প্রাণ মাতিয়ে ঘুম জাগিয়ে
যায় চ'লে সে ওই ওপারে ॥

গান

(২০)

আমার গান্ যে তোমার কণ্ঠে
শুন্‌তে লাগে ভালো,
তুমি আমি দু'জন প্রিয়
জ্বালবো প্রেমের আলো ॥

শরতের পূবাকাশে
রাঙা রবি ওই যে হাসে
তোমার গানের সুরে সুরে
প্রেমের সুধা ঢালো ॥

তুমি আমি দু'জন প্রিয়,
আমরা দু'জনে,
চ'ল্‌বো মোরা চ'ল্‌বো পথে,
চ'ল্‌বো বিজনে।

কেউ রবে না মোদের পাশে
আঁধার হবে সন্ধ্যাকাশে
আমার গানে তোমার সুরে
প্রেমের আলো জ্বালো ॥

গান

(২১)

ভোলো প্রিয় ব্যথার স্মৃতি
ভোলো তুমি আজ ভোলো।
বাজাও তুমি মিলন-গীতি
বীণার সুরে তান তোলো ॥

ফোটে আজি কুঞ্জে মম
প্রেমের কুসুম প্রিয়তম
ভ্রমর আসে গুন্ গুনিয়ে
আমার যাবার সময় হোলো ॥

দু'দিনের এই জীবন মাঝে
কেন প্রিয় কাঁদবে মিছে,
অতীত দিনের সকল স্মৃতি
রইবে প'ড়ে আজ্‌কে পিছে।

ভ্রমর আসে নিতি নিতি
যায় সে গেয়ে প্রেমের গীতি
ক'য়ে যায় যে কাণে কাণে
খোলো বঁধু দুয়ার খোলো ॥

বাংলার ওমর খৈয়াম—কবি শেখ মোছলেম আহমদের

শারাবান তহুরা

(কাব্যগ্রন্থ)

পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় পঞ্চাশখানি
ছবি সহ শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

কয়েকটি অভিমত ঃ

ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী (মরহুম)**ঃ** কবির আরজ পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, কবি সূফী মতবাদের অনুসারী। তাঁহার রুবাইয়াৎগুলি ইশ্‌ক্ সাদেকী ও ইশ্‌ক্ হাকিকী স্তরের রচনা। এই শ্রেণীর রচনা আরবী, ফার্সী এবং উর্দ্দু ভাষায় বহু আছে; কিন্তু বাঙলা ভাষায় ছিল না। ইনি সে অভাব পূরণ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার মৌলিক গ্রন্থ।

ইশ্‌ক্ সাদেকী ও ইশ্‌ক্ হাকিকী স্তরের আরও অনেক কবি—কবি রাদ, কবি খুর্শীদ, কবি কমর, কবি পার্সা, কবি হাফিজ ফার্সী ও উর্দ্দু ভাষায় আল্লাহ্‌র ইশ্‌কে মাতোয়ারা হইয়া যে ধরণের রুবাইয়্যাৎ লিখিয়া গিয়াছেন কবি মোছলেম আহমদ বাঙলা ভাষায় সেই শ্রেণীর রুবাইয়্যাৎ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাঙলা ভাষায় এই পুস্তিকাখানি অভিনব। ………কবির রুবাইয়্যাৎগুলি তরিকাত, মা'রেফাত ও হাকীকাত পন্থীদের "লও-সাগাল" ইশ্‌কের উপর আলোকপাত করিয়াছে।

"শারাবান তহুরা" নামটী অতি মিষ্ট—অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ইহার প্রথম স্তবকটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"মছ্‌জিদেতে চলনু আমি শারাব নেশায় মস্ত্ হয়ে ;
একটী হাতে মদের গেলাস অন্য হাতে তছবীহ্ লয়ে।
ইমাম সাহেব পাকা অতি, ডাকেন আমায় মুচ্‌কী হেসে ;
'মদের গেলাস ছাড়তে হবে'—বলেন আমার পাশে এসে।"

এই ভাবের একশত সাতাইশটী রুবাইয়্যাৎ পুস্তকখানিতে স্থান লাভ করিয়াছে। উপসংহারে আমি বলিতে চাই, এই রুবাইয়্যাৎ গ্রন্থের উর্দ্দু এবং ইংরাজী অনুবাদ হইতে দেখিলে আমি খুশী হইব।

(মাহে নও—৭ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা)

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : কবির ছন্দ ও ভাষার উপর চমৎকার অধিকার আছে। বাস্তবিক তাহা মনোমুগ্ধকর ও কিঞ্চিৎ বিস্ময়জনকও বটে। পারসী কবিদিগের বিশেষতঃ উমর খৈয়ামের ভাবের প্রতিচ্ছবি ইহাতে স্পষ্ট। এরূপ ধরণের মৌলিক কাব্য বাঙলা ভাষায় খুবই বিরল।

সুসাহিত্যিক এস, ওয়াজেদ আলী, বার-এ্যাট্-ল (মরহুম) : এই রুবাইয়্যাৎগুলি আমি গভীর মনোযোগ ও আনন্দের সহিত পড়িয়াছি। এইগুলির মধ্যে লেখকের উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে খুব উচ্চ ধরণের মৌলিক চিন্তাধারাও পরিলক্ষিত হয়।

কবি গোলাম মোস্তফা : কবি মোছলেম আহমদ অনেকের কাছেই সুপরিচিত। "শারাবান তহুরা" তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ...এই ছোট কাব্যখানির মধ্যে এমন একটা ভাবালুতা এবং রসবোধ আছে যাহা পাঠকের অন্তর স্পর্শ না করিয়াই যায় না। লেখক তাঁহার বক্তব্য সলীল গতিতে সহজ সুরে বলিয়া গিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। অবশ্য "ওমর খৈয়াম" ও "হাফিজের" অনুসরণেই কবি এই কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন ; তাহা হইলেও দৃষ্টি ও প্রকাশ-ভঙ্গির তারতম্যে ইহার রসও কম তৃপ্তিদায়ক হয়নি।

বাহিরের দৃষ্টিতে কবির অনেক কথাই হয়ত অনেকের কাছে একটু বেখাপ্পা ঠেকিবে! কিন্তু এই ধরণের "ওমর খৈয়ামী" কাব্য পাঠ করিতে গেলে ওরূপ স্পর্শ-কাতর হইলে চলিবে না। রূপক কাব্যের মধ্যে কবির ইঙ্গিত কি এবং লক্ষ্য কোথায়, তাহাই বিচার করিতে হইবে।

See Copy

শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক (মরহুম) : লেখকের ভাবধারা বাঙলা দেশে বিস্তৃতি লাভ করিলে বাঙলার মুছলিম সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হইবে।

“গভীর আনন্দ ও পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত বিচিত্রার কবিতাগুলি বার বার পড়িয়াছি। কতকগুলি কবিতা পড়িবার সময় মনে হইয়াছে সত্যই যেন কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা পড়িতেছি। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, কাজী নজরুল ইসলামের পরে এমন বলিষ্ঠ কবিতা আর পড়ি নাই।”

●

“কবির শব্দ-চয়ন ক্ষমতা অদ্ভুত। কবিতার কথাগুলি যেন আপনা আপনি ঝঙ্কৃত হইতে থাকে। কবি একদিকে যেমন ওমর খৈয়ামী কবিতা ‘শারাবান তহুরা’ লিখিয়াছেন অন্যদিকে তেম্‌নি বিদ্রোহী ভাবাপন্ন ‘ইনকিলাব’ লিখিয়াছেন। একবার তিনি সংসারত্যাগী ‘সুফী’ আবার অন্যদিকে বিদ্রোহীদলের ‘সেনা-নায়ক’। অবশ্য তাঁহার এ বিদ্রোহ সমাজের অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে—সমাজের বিভিন্ন স্তরের দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে।”

●

“কবির বিভিন্ন মুখী প্রতিভার প্রশংসা করিয়া তাঁহার কবি প্রতিভাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিতে চাই না। আমরা কবির কাছে আরও অনেক কিছু চাই। আশা করি তিনি কাজী নজরুল ইসলামের অসমাপ্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। একটী জাতিকে গড়িয়া তুলিবার কাজে কবি ও সাহিত্যিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ।”

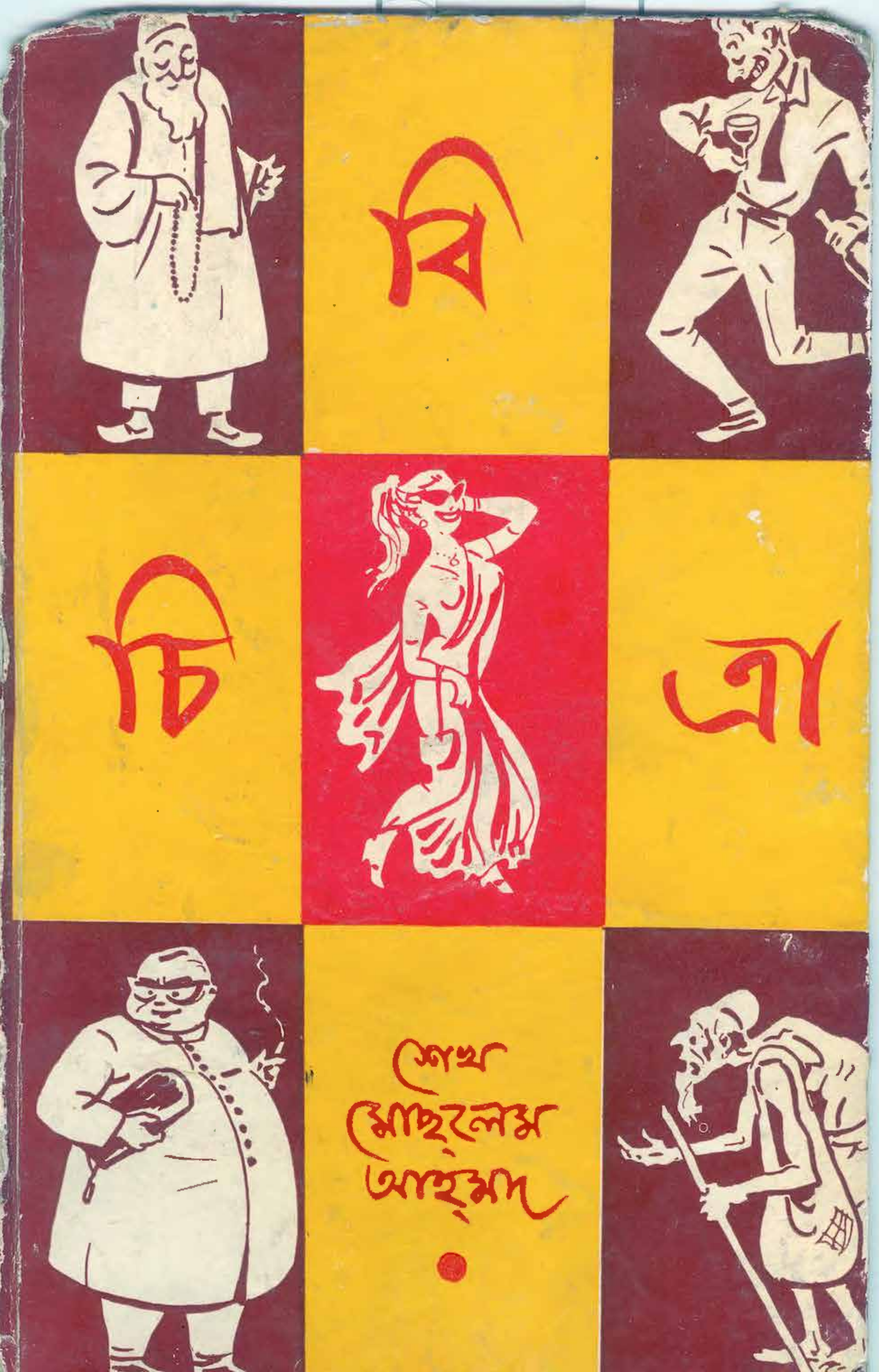

বিচিত্রা

শেখ
মোছলেম
আহ্মদ

"গভীর আনন্দ ও পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত বিচিত্রার কবিতাগুলি বার বার পড়িয়াছি। কতকগুলি কবিতা পড়িবার সময় মনে হইয়াছে সত্যই যেন কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা পড়িতেছি। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, কাজী নজরুল ইসলামের পরে এমন বলিষ্ঠ কবিতা আর পড়ি নাই।"

◆

"কবির শব্দ-চয়ন ক্ষমতা অদ্ভুত। কবিতার কথাগুলি যেন আপনা আপনি ঝঙ্কৃত হইতে থাকে। কবি একদিকে যেমন ওমর খৈয়ামী কবিতা 'শারাবান তহুরা' লিখিয়াছেন অন্যদিকে তেম্‌নি বিদ্রোহী ভাবাপন্ন 'ইনকিলাব' লিখিয়াছেন। একবার তিনি সংসারত্যাগী 'সুফী' আবার অন্যদিকে বিদ্রোহীদলের 'সেনা-নায়ক'। অবশ্য তাঁহার এ বিদ্রোহ সমাজের অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে—সমাজের বিভিন্ন স্তরের দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে।"

◆

"কবির বিভিন্ন মুখী প্রতিভার প্রশংসা করিয়া তাঁহার কবি প্রতিভাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিতে চাই না। আমরা কবির কাছে আরও অনেক কিছু চাই। আশা করি তিনি কাজী নজরুল ইসলামের অসমাপ্ত কার্যভার গ্রহণ করিবেন। একটী জাতিকে গড়িয়া তুলিবার কাজে কবি ও সাহিত্যিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ।"